অঘোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়্লেন। শেষে বেলা এক প্রহরের সময়ে মেয়েদের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল—দেখেন যে, বেলা হ'য়ে গিয়েচে—তিনি একলা বিছানায় শুয়ে আছেন।

এদিকে চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর গিন্নীরা পরস্পর বলাবলি কত্তে লগেলেন যে, "তাইতো গা! জামাই এসেছেন, মেয়েও ষেটের কোলে বছর পোনের হলো, এখন প্রভুকে খবর দেওয়া আবশ্যক।" সুতরাং চক্রবর্ত্তী পাঁজি দেখে উত্তম দিন স্থির করে, প্রভুর বাড়ী খবর দিলে—প্রভু তূরী, খুন্তি ও খোল নিয়ে উপস্থিত হলেন!

হরহরি বাবু প্রকৃত রহস্য কিছু মাত্র জান্তেন না, গোঁসাই দলবল নিয়ে উপস্থিত, বাড়ীর সকলে শশব্যস্ত! স্ত্রী নতুন কাপড় ও সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত হয়ে বেড়াচ্চে! সুতরাং তিনি এতে নিতান্ত সন্দিগ্ধ হয়ে একজন ছেলেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "ওহে আজ বাড়াতে কিসের ধূম?" ছোকরা বল্লে, "জামাই বাবু, তা জান না, আজ আমাদের গুরুপূজা হবে।"

"আমাদের গুরুপূজা হবে" শুনে হরহরিবাবু একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে গেলেন ও কি প্রকারে কুৎসিত গুরুপূজা হতে স্ত্রী পরিত্রাণ পান, তারি তদ্বিরে ব্যস্ত রইল।

কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান কত্তে সাধুরা কোন বাধাই মানেন না বলেই যেন দিনমণি কমলিনীর মনোব্যথায় উপেক্ষা করে অস্ত গেলেন। সন্ধ্যাবধূ শাঁখ ঘণ্টা ও ঝিঁঝিঁ পোকার মঙ্গলশব্দের সঙ্গে স্বামীর অপেক্ষা কত্তে লাগ্লেন। প্রিয়সখী প্রদোষ দূতীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, নিশানাথকে সংবাদ দিতে গেলেন। নববন্ধুর বাসরে আমোদ করবার জন্য তারাদল একে একে উদয় হলেন, কুমুদিনী স্বচ্ছ সরোবরে ফুট্লেন—হৃদয়রঞ্জনকে পরকীয় রসাস্বাদনে গমনোদ্যত দেখেও, তাঁর মনে কিছুমাত্র বিরাগ হয় নাই—কারণ, চন্দ্রের সহস্র কুমুদিনী আছে, কিন্তু কুমুদিনীর একমাত্র তিনিই অনন্যগতি! এদিকে নিশানাথ উদয় হলেন—শেয়ালেরা যেন স্তব পাঠ কত্তে লাগ্লো—ফুলগাছেরা উপহার দিতে লাগ্লো, দেখে আহ্লাদে সতী হাস্তে লাগলেন।

চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর ভিতর বড় ধূম! গোস্বামী বরের মত সজ্জা করে জামাইবাবুর শোবার ঘরে গিয়ে শুলেন, হরহরি বাবুর স্ত্রী নানালঙ্কার পরে ঘরে ঢুক্লেন; মেয়েরা ঘরের কপাট ঠেলে দিয়ে ফাঁক থেকে আড়ি পেতে উঁকি মাত্তে লাগ্লো।

হরহরি বাবু ছোঁড়ার কাছে শুনে একগাছি রুল নিয়ে গোস্বামীর ঘরে শোবার পূর্ব্বেই খাটের নীচে লুকিয়ে ছিলেন; এক্ষণে দেখ্লেন যে, স্ত্রী ঘরে ঢুকে গোস্বামীকে একটী প্রণাম করে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগ্লো; প্রভু খাটে থেকে উঠে স্ত্রীর হাত ধরে অনেক বুঝিয়ে শেষে বিছানায় নিয়ে গেলেন; কন্যাটী কি করে!

"বংশপরম্পরানুগত ধর্ম্মের অন্যথা কল্লে মহাপাপ" এটী চিত্তগত আছে, সুতরাং আর কোন আপত্তি কল্লে না—গুড় গুড় করে প্রভুর বিছানায় গিয়ে শুলো। প্রভু কন্যার গায়ে হাত দিয়ে বল্লেন, বল "আমি রাধা তুমি শ্যাম"; কন্যাটীও অনুমতিমত "আমি রাধা তুমি শ্যাম" তিনবার বলেচে, এমন সময় হরহরি বাবু আর থাকৃতে পাল্লেন না, খাটের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে "এই কাঁদে বাড়ি বলরাম" বলে, গোস্বামীকে কুলসই কত্তে লাগ্‌লেন। ঘরের বাইরে ন্যাড়া বষ্টমেরা খোল-খত্তাল নিয়ে ছিল—গোস্বামীর কুলসইয়ের চীৎকারে তারা হরিবোল ভেবে, দেদার খোল বাজাতে লাগ্‌লো; মেয়েরা উলু দিতে লাগ্‌লো; কাঁদোর ঘণ্টা শাঁখের শব্দে হুলস্থূল পড়ে গেল। হরহরি বাবু হঠাৎ দরজা খুলে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে, একেবারে থানার দারোগার কাছে গিয়ে সমস্ত কথা ভেঙ্গে বল্লেন। দারোগা ভদ্রলোক ছিলেন, (অতি কম পাওয়া যায়); তাঁরে অভয় দিয়ে, সে দিন যথা সমাদরে বাসায় রেখে, তার পরদিন বরকন্দাজ মোতায়েন দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। এ দিকে সকলের তাক্ লেগে গেল, ইনি কেমন করে ঘরে গিয়েছিলেন। শেষে সকলে ঘরে গিয়ে দেখে যে, গোস্বামীর দাঁতে দাঁতকপাটি লেগে গেচে, অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন, বিছানায় রক্তের নদী বচ্চে। সেই অবধি গুরুপূজা উঠে গেল, লোকের চৈতন্য হলো; প্রভুরাও ভয় পেলেন।

আর একবার এক সহরে গোঁসাই এক বেণের বাড়ী কেষ্টলীলা ক'রে জব্দ হয়েছিলেন, সেটীও এইবেলা বলে নিই।

রামনাথ সেন ও শ্যামনাথ সেন দুই ভাই, সহরে চার পাঁচটা হৌসের মুচ্ছুদ্দি। দিনকতক বাবুদের বড় জলজলা হয়ে উঠেছিল—চৌঘুড়ী, ভেঁপু, মোসাহেব ও অবিদ্যার ছড়াছড়ি। উমেদার, বেকার, রেকমেণ্ড চিঠিওয়ালা লোকে বৈঠকখানা থৈ থৈ কত্তো; বাবুরা নিয়ত বাগান, গোহেল ও আমোদেই মত্ত থাকৃতেন, আত্মীয়-কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধবেই বাবুদের কাজকর্ম্ম দেখ্‌তেন। একদিন রবিবার বাবুরা বাগানে গিয়েছেন, এই অবকাশে বাড়ির প্রভু—খুন্তী, খোল ও ভেঁপু নিয়ে উপস্থিত; বাড়ির ভিতর খপর গ্যালো। প্রভুকে সমাদরে বাড়ির ভিতর নিয়ে যাওয়া হলো। প্রভু চৈতন্যচরিতামৃত ও ভাগবতের মতে লীলা দেখালেন। শেষে গোস্বামী বাড়ি ফিরে যান—এমন সময়ে ছোটবাবু এসে পড়্‌লেন। ছোট বাবুর কিছু সাহেবী মেজাজ; প্রভুকে দেখেই তেলেবেগুনে জ্বলে গেলেন ও অনেক কষ্টে আন্তরিক ভাব গোপন করে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "কেমন প্রভু! ভাগবতের মতে লীলে দেখান হলো?" প্রভু ভয়ে আম্‌তা আম্‌তা গোছের আজ্ঞে হাঁ করে সেরে

দিলেন। ছোট বাবুর কাছে একজন মুখোড় গোছের কায়স্থ মোসাহেব ছিল, সে বল্লে, "হজুর! গোঁসাই সকল রকম লীলে করে চল্লেন, কিন্তু গোবর্দ্ধন ধারণটা হয় নি, অনুমতি করেন তো প্রভুকে গোবর্দ্ধন ধারণটাও করিয়ে দেওয়া যায়, বাকী থাকে কেন?" ছোট বাবু এতে সম্মত হলেন, শেষে দরওয়ানদের হুকুম দেওয়া হলো—দরজার পাশে একখান দশবার মোণ পাথর পড়েছিল, জন কতকে ধরে এনে গোস্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে : পাথরের চাপনে গোস্বামীর কোমর ভেঙ্গে গেল।

এদিকে বারোইয়ারিতলায় কেত্তন বন্ধ হয়ে গেল, কেত্তনের শেষে একজন বাউল সুর ক'রে এই গানটী গাইলে।

বাউলের সুর।

আজব সহর কল্‌কেতা।
রাঁড়ী বাড়ী জুড়ি গাড়ী মিছে কথার কি কেতা।
হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা ;
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদ্‌মাইসির ফাঁদ পাতা।
পুঁটে তেলির আশা ছড়ি, শুঁড়ী সোণারবেণের কড়ি,
খেম্‌টা খান্‌কির খাসা বাড়ী, ভদ্রভাগ্যে গোলপাতা।
হদ্দ হেরি হিন্দুয়ানী, ভিতর ভাঙ্গা ভড়ংখানি,
পথে হেগে চোক্‌রাঙ্গানি, লুকোচুরির ফেরগাঁতা।
গিল্টি কাজে পালিস করা, রাঙ্গা টাকায় তামা ভরা,
হুতোম দাসে স্বরূপ ভাষে, তফাৎ থাকাই সার কথা॥

গানটী শুনে সকলেই খুসী হলেন। বাউলে চার আনার পয়সা বক্সিস পেলে; অনেকে আদর করে গানটী শিখে ও লিখে নিলেন।

বারোইয়ারি-পুজো শেষ হলো, প্রতিমেখানি আট দিন রাখা হলো, তার পর বিসর্জ্জন কর্‌বার আয়োজন হতে লাগ্‌লো। আমমোক্তার কানাইধন বাবু পুলিস হতে পাশ করে আনলেন। চার দল ইংরজী বাজ্‌না, সাজা তুরুক সোয়ার, নিশেন-ধরা ফিরিঙ্গি, আশা-শোটা, ঘড়ী ও পঞ্চাশটা ঢাক একত্র হলো। বাহাদুরী কাঠ-তোলা চাকা একত্র করে, গাড়ীর মত করে, তাতেই প্রতিমে তোলা হলো ; অধ্যক্ষেরা প্রতিমের সঙ্গে সঙ্গে চল্লেন, দু পাশে সংয়েরা সার বেঁধে চল্লো। চিৎপুরের বড় রাস্তা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো, রাঁড়েরা ছাদের ও বারাণ্ডার উপর থেকে রূপো-বাঁধানো হুঁকোয় তামাক খেতে খেতে তামাসা দেখ্‌তে লাগলো, রাস্তার লোকেরা

হাঁ করে চল্‌তী ও দাঁড়ানো প্রতিমে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। হাটখোলা থেকে যোড়াসাঁকো ও মেছোবাজার পর্য্যন্ত ঘোরা হলো, শেষে গঙ্গাতীরে নিয়ে বিসর্জ্জন করা হলো। অনেক পরিশ্রমে যে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল, আজ তারি শ্রাদ্ধ ফুরুলো! বীরকৃষ্ণ দাঁ ও আর আর অধ্যক্ষেরা বিষণ্ণ বদনে বাড়ী ফিরে গেলেন। বাবুদের ভিজে কাপড় থাক্‌লে, অনেকেই বিবেচনা কত্তো যে, বাবুরো মড়া পুড়িয়ে এলো!

বারোইয়ারি-পূজোর সম্বৎসরের মধ্যেই বীরকৃষ্ণ দাঁর বাজারদেনা চেগে উঠ্‌লো, গদী ও আড়ত উঠে গেল, শেষে ইন্‌সল্‌ভেণ্ট নিয়ে ফরেশডাঙ্গায় গিয়ে বাস কল্লেন; কিছু দিন বাদে হঠাৎ ঘরচাপা প'ড়ে মরে গেলেন। আমমোক্তার কানাইধন দত্তজা সুপ্রিমকোর্টে জাল সাক্ষ্য দেওয়া অপরাধে,সার রবার্ট পিল সাহেবের বিচারে, চৌদ্দ-বছরের জন্য ট্রান্সপোর্ট হলেন। তাঁর পরিবারেরা কিছুকাল অত্যন্ত দুঃখে কাল কাটিয়ে শেষে মুড়িমুড়্‌কির দোকান করে দিনপাত কত্তে লাগ্‌লেন; সুঁড়িঘাটা লেনের হজুর কোন বিশেষ কারণে বারোইয়ারি পূজোর মধ্যেই কাশী গেলেন। প্যালানাথ বাবু একদিন কতকগুলি বাই ও মেয়েমানুষ নিয়ে বোটে করে কোম্পানীর বাগানে বেড়াতে যাচ্চিলেন; পথে আচম্‌কা একটা ঝড় উঠ্‌লো, মাঝিরে অনেক চেষ্টা কল্লে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না; শেষে বোটখানি একেবারে একটা চড়ার উপর উল্টে পড়ে চুরমার হয়ে ডুবে গেল। বাবু বড়মানুষের ছেলে, কখন সাঁতার দেন নাই, সুতরাং জলের টানে কোথায় যে গিয়ে পড়্‌লেন, তার অদ্যাপি নির্ণয় হয় নাই। মুখুয্যেদের ছোট বাবু ক্রমে ভারী গাঁজাখোর হয়ে পড়্‌লেন, অনবরত গাঁজা টেনে তাঁর যক্ষ্মাকাস জন্মালো, আরাম হবার জন্যে তারকেশ্বরের দাড়ি রাখ্‌লেন, বাল্‌সীর চরণামৃত খেলেন, সাফরিদের মালা ধারণ কল্লেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, শেষে বিবাগী হয়ে কোথায় যে বেরিয়ে গেলেন, আজও তার ঠিকানা হয় নাই। প্রধান দোহার গবারাম গাওনা ছেড়ে পৈতৃক পেশা গিল্‌টি অবলম্বন করে কিছু কাল সংসার চালাচ্ছিলেন, গত পূজোর সময়ে পক্ষাঘাত রোগে মরেচেন। পচ্চু বাবু, অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুর ও আর আর অধ্যক্ষ দোহারেরা এখনও বেঁচে আছেন; তাঁদের যা হবে, তা এর পরে বক্তব্য।

হুজুক।

সাধারণে কথায় বলেন,"হুনরেচীন" ও "হুজ্জুতে বাঙ্গাল"; কিন্তু হুতোম বলেন, "হুজুকে কলকেতা।" হেথা নিত্য নতুন নতুন হুজুক, সকলগুলিই সৃষ্টিছাড়া ও আজ্গুবি! কোন কাজকর্ম্ম না থাক্‌লে, "জ্যাঠাকে গঙ্গাযাত্রা" করিতে হয়। সুতরাং দিবা-রাত্র হুঁকো হাতে করে থেকে, গল্প করে তাস ও বড়ে টিপে, বাতকর্ম্ম কত্তে কত্তে, নিষ্কর্ম্মা লোকেরা যে, আজগুব্ হুজুক্ তুলবে, তা বড় বিচিত্র নয়। পাঠক! যত দিন বাঙ্গালীর "বেটর অকুপেশন" না হচ্চে, যত দিন সামাজিক নিয়ম ও বাঙ্গালীর বর্ত্তমান গার্হস্থ্য প্রণালীর রিফরমেশন না হচ্চে, তত দিন এই মহান্ দোষের মূলোচ্ছেদের উপায় নাই। ধর্ম্মনীতিতে যাঁরা শিক্ষা পান নাই, তাঁরা মিথ্যার যথার্থ অর্থ জানেন না; সুতরাং অক্লেশে আটপৌরে ধুতির মত ব্যবহার কত্তে লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হন না।

ছেলে-ধরা।

আমরা ভুমিষ্ঠ হয়েই শুন্‌লেম, সহরে ছেলে-ধরার বড় প্রাহুর্ভাব। কাবুলি মেওয়াওলারা ঘুরে ঘুরে ছেলে ধরে কাবুলে নিয়ে যায়; সেথায় নানাবিধ মেওয়া ফলের বিস্তর বাগান আছে, ছেলেটাকে তারি একটা বাগানের ভিতর ছেড়ে দেয়; সে অনবরত পেটপূরে মেওয়া খেয়ে খেয়ে যখন একেবারে ফুলে উঠে—রং হুধে আল্‌তার মত হয়, এমন কি, টুস্কি মাল্লে রক্ত বেরোয়, তখন এক কড়া ঘি চড়িয়ে, ছেলেটাকে ঐ কড়ার উপর উপরপানে পা করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়; ক্রমে কড়ার ঘি টগ্‌বগিয়ে ফুটে উঠ্‌লে ছেলের মুখ দিয়ে রক্ত বেরুতে আরম্ভ হয় ও সেই রক্ত টোসা টোসা ঘিয়ের কড়ার উপর পড়ে; ক্রমে ছেলের সমুদায় রক্ত বেরিয়ে এলে, নানাবিধ মেওয়া ও মিছ্‌রির ফোড়ন দিয়ে কড়াখানি নাবান হয়। নবাব ও বড় বড় মোসলমানেরা তাই খান! আমরা এই ভয়ানক কথা শুনে অবধি এক্‌লা বাড়ীর বাহিরে প্রাণান্তেও যেতেম না, ও সেই অবধি কাবুলিদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল।

প্রতাপচাঁদ।

আমরা বড় হলেম, হাতে খড়ি হলো। একদিন গুরু মহাশয়ের ভয়ে চাকরদের কাছে লুকিয়ে রয়েছি, এমন সময় চাকরেরা পরস্পর বলাবলি কচ্চে যে,

"বর্দ্ধমানের রাজা প্রতাপচাঁদ একবার মরেছিলেন, কিন্তু আবার ফিরে এসেচেন, বর্দ্ধমানের রাজত্ব নেবার জন্য নালিশ করেচেন, সহরের তাবৎ বড়মানুষ তাঁকে দেখ্‌তে যাচ্ছেন—এবারে পরাণ বাবুর সর্ব্বনাশ, পুষ্যিপুত্তুর নামঞ্জুর হবে!" নতুন জিনিস হলেই ছেলেদের কৌতূহল বাড়িয়ে দেয়; শুনে অবধি আমরা অনেকেরই কাছে খুঁট্‌রে খুঁট্‌রে রাজা প্রতাপচাঁদের কথা জিজ্ঞাসা কত্তেম। কেউ বল্‌তো "তিনি একদিন একরাত জলে ডুব থাক্‌তে পারেন!" কেউ বল্‌তো "তিনি গুলিতে মরেন নি—রাণী বলেছেন, তিনই রাজা প্রতাপচাঁদ—বুড়ি ওড়াতে গিয়ে লকে কাণ কেটে গিয়েছিল, সেই কাটাতেই তাঁর ভগিনী চিনে ফেল্লেন!" কেউ বল্লে, তিনি কোন মহাপাপ করেছিলেন, তাই যুধিষ্ঠিরের মত অজ্ঞাতবাসে গিয়েছিলেন, বাস্তবিক তিনি মরেন নি; অম্বিকা কালনায় যখন তাঁরে দাহ কত্তে আনা হয়, তখন তিনি বাক্সের মধ্যে ছিলেন না, শুদ্ধ বাক্স পোড়ান হয়।" সহরে বড় হুজুক পড়ে গেল, প্রতাপচাঁদের কথাই সর্ব্বত্র আন্দোলন হতে লাগ্‌লো।

কিছু দিন এই রকমে যায়—একদিন হঠাৎ শুনা গেল, সুপ্রিমকোর্টের সূক্ষ্ম-বিচারে প্রতাপচাঁদ জাল হয়ে পড়েছেন। সহরের নানাবিধ লোক, কেউ সুবিধে, কেউ কুবিধে—কেউ বল্লে, "তিনি আসল প্রতাপচাঁদ নন"—কেউ বল্লে, "ভাগ্যি দ্বারিকানাথ ঠাকুর ছিলেন, তাই জাল প্রুব হলো! তা না হলে পরাণ বাবু টের্‌টা পেতেন।" এদিকে প্রতাপচাঁদ, জাল সাব্যস্ত হয়ে, বরানগরে বাস কল্লেন। সেথায় বুজরুক হলেন—খান্‌কি ঘুস্‌কি ও গেরস্ত মেয়েদের মেলা লেগে গেল; প্রতাপচাঁদ না পারেন, হেন কর্ম্মই নাই। ক্রমে চল্‌তি বাজনার মত প্রতাপচাঁদের কথা আর শোনা যায় না; প্রতাপচাঁদ পুরোণো হলো, আমরাও পাঠশালে ভর্ত্তি হলেম।

মহাপুরুষ।

পাঠক! পাঠশালা যমালয় হতেও ভয়ানক—পণ্ডিত ও মাষ্টারকে যেন বাঘ বিবেচনা হচ্চে! একদিন আমরা স্কুলে একটার সময়ে ঘোড়াঘোড়া খেল্‌চি, এমন সময়ে আমাদের জলতোলা বুড়ো মালী বল্লে যে, "ভূকৈলেসে রাজাদের বাড়ী একজন মহাপুরুষ এসেচেন, মহাপুরুষ সত্যযুগের মানুষ, গায়ে বড় বড় অশোদগাছ ও উয়ের ঢিপি হয়ে গিয়েছে—চোক্ বুজে ধ্যান কচ্চেন, ধ্যানভঙ্গ হয়ে চক্ষু খুল্লেই সমুদয় ভস্ম করে ফেবেন!" শুনে আমাদের বড় ভয় হলো! স্কুলে ছুটী হলে আমরা বাড়ীতে এসেও মহাপুরুষের বিষয় ভাব্‌তে লাগ্‌লেম; লাট্টু, ঘুড্ডী,

ক্রুকেট, পায়রা পড়ে রইলো—মহাপুরুষ দেখ্‌বার ইচ্ছা ক্রমে বলবতী হয়ে উঠ্‌লো; শেষে আমরা দৌড়ে ঠাকুরমার কাছে গেলুম।

আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা রোজ রাত্রে শোবার সময় 'বেঙ্গমা-বেঙ্গমী' 'পায়রা রাজা' 'রাজপুত্তুর, পাত্তরের, পুত্তুর, সওদাগরের পুত্তুর ও কোটালের পুত্তুর চার বন্ধু' 'তালপত্তরের খাঁড়া জাগে ও পক্ষিরাজ ঘোড়া জাগে' ও 'সোণার কাটী রূপোর কাটী' প্রভৃতি কত রকম উপকথা কইতেন। কবিকঙ্কণ ও কাশীদাসের পয়ার মুখস্থ আওড়াতেন—আমরা শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়্‌তুম!—হায় বাল্যকালের সে সুখ সময় মরণকালেও স্মরণ থাক্‌বে—অপরিচিতসংসারহৃদয়কমলকুসুম হতেও কোমল বোধ হতো; সকলেই বিশ্বাস ছিল; ভূত, পেৎনী ও ব্রহ্মদত্তির নামে শরীর লোমাঞ্চ হতো—হৃদয় অনুতাপ ও শোকের নামও জান্‌তো না—অমর বর পেলেও সেই সুকুমার অবস্থা অতিক্রম কত্তে ইচ্ছা হয় না।

শোবার সময়ে ঠাকুরমাকে সেই মালীর মহাপুরুষের কথা বল্লেম—ঠাকুরমা শুনে খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন ও শেষে একজন চাকরকে পরদিন সকালে মহাপুরুষের পায়ের ধূলো আন্‌তে বলে দিয়ে, মহাপুরুষের বিষয় আরও দু এক গল্প বল্লেন।

ঠাকুরমা বল্লেন—বছর আশী হলো (ঠাকুরমার তখন নতুন বিয়ে হয়েচে) আমাদের বারাণসী ঘোষ কাশী যাবার সময়ে পথে জঙ্গলের ভিতর ঐ রকম এক মহাপুরুষ দেখেন। সেই মহাপুরুষও ঐ রকম অচৈতন্য হয়ে ধ্যানে ছিলেন। মাঝিরে ধরাধরি করে নৌকায় তুলে আনে। বারাণসী তাঁকে বড় যত্ন করে নৌকায় রাখ্‌লেন। তখন ছাপ্‌ঘাটীর মোহানায় জল থাক্‌তো না বলে, কাশীযাত্রীরে বাদাবনের ভিতর দিয়ে যেতেন আস্‌তেন; সুতরাং বারাণসীকেও বাদা দিয়ে যেতে হলো। একদিন বাদাবনের ভিতর দিয়ে গুণ টেনে নৌকা যাচ্চে, মাঝী ও অন্য অন্য লোকেরা অন্যমনস্ক হয়ে রয়েচে, এমন সময়ে ঠিক ঐ রকম আর এক জন মহাপুরুষ নৌকার গলুয়ের কাছে বসে ধ্যানে ছিলেন, এরি মধ্যে ডাঙ্গার মহাপুরুষও হাস্‌তে হাস্‌তে নৌকার উপর এসে নৌকার মহাপুরুষের হাত ধরে নিয়ে জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেলেন, মাঝী ও অন্য অন্য লোকেরা হাঁ করে রইলো! বারাণসী বাদাবন তন্ন তন্ন করে খুঁজ্‌লেন, কিন্তু আর মহাপুরুষদের দেখ্‌তে পেলেন না, এরা সব সেকালের মুনিঋষি, কেউ হাজার, কেউ বিশ হাজার বৎসর তপিস্যে কচ্চেন, এঁরা মনে কল্লে সব কত্তে পারেন!

আর একবার ঝিলিপুরের দত্তরা সোঁদরবন আবাদ কত্তে কত্তে ত্রিশ হাত

মাটীর ভিতরে এক মহাপুরুষ দেখেছিল। তাঁর গায়ে বড় বড় অশোদগাছের শেকড় জন্মে গিয়েছিল, আর শরীর শুকিয়ে চেলাকাঠের মত হয়েছিল। দত্তরা অনেক পরিশ্রম করে তাঁরে ঝিলিপুরে আনে; মহাপুরুষও প্রায়এক মাস ঝিলিপুরে থাকেন। শেষে একদিন রাত্তিরে তিনি যে কোথায় চলে গেলেন, কেউ তার ঠিকানা কত্তে পাল্লে না!—শুনতে শুনতে আমরা ঘুমিয়ে পড়্‌লেম।

তার পরদিন সকালে রামা চাকর মহাপুরুষের পায়ের ধূলো এনে উপস্থিত কল্লে; ঠাকুরমা একটী জয়ঢাকের মত মাছুলিতে সেই ধূলো পুরে, আমাদের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন, সুতরাং সেই দিন থেকে অমরা ভূত, পেৎনী, শাঁকচুন্নী ও ব্রহ্মদত্তির হাত থেকে কথঞ্চিৎ নিস্তার পেলেম!

ক্রমে আমরা পাঠশালা ছাড়্‌লেম—কালেজে ভর্ত্তি হলেম—সহাধ্যায়ী দু চার সমকক্ষ বড়মানুষের ছেলের সঙ্গে আলাপ হলো। একদিন আমরা একটার সময়ে গোলদিঘীর মঠে ফড়িং ধরে খেলা করে বেড়াচ্ছি, এমন সময় আমাদের কেলাসের পণ্ডিত মহাশয় সেই দিকে বেড়াতে এলেন। পণ্ডিত মহাশয় প্রথমে এক বড়মানুষের বাড়ীর রাঁধুনী বামুন ছিলেন; এডুকেশন কৌন্সেলের সূক্ষ্ম বিবেচনায়, সেন বাবুর সুপারিসে ও প্রিন্সিপালের কৃপায় পণ্ডিত হয়ে পড়েন। পণ্ডিত মহাশয় পান খেতে বড় ভাল বাস্‌তেন, আমরাও এক দোনা মিঠে খিলি উপহার দিলেম। পণ্ডিত মহাশয় মিঠে খিলি পচ্ছন্দ কত্তেন; পান খেয়ে আমাদের নাম ধরে বল্লেন, "আরে হুতোম! আর শুনেচো? ভূকৈলেসের রাজাদের বাড়ী যে একটা মহাপুরুষ ধরে এনেছিলো, ডাক্তার সাহেব তার ধ্যান্ ভঙ্গ করে দিয়েছেন;—প্রথমে রাজারা তার পায়ে শুল্ পুড়িয়ে দেন্, জলে ডুবিয়ে রাখেন, কিন্তু কিছুতেই ধ্যানভঙ্গ হয় নাই। শেষে ডাক্তার সাহেব এক আরক নিয়ে তার নাকের গোড়ায় ধল্লে তার চেতনা হলো; এখন সেই মহাপুরুষ লোকের গা টিপে পয়সা নিচ্চে, রাজাদের পাখা টেনে বাতাস কচ্চে, যা পাচ্চে, তাই খাচ্চে, তার মহাপুরুষত্ব-ভুর ভেচে গেচে!"

পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনে আমরা তাক্ হয়ে পড়্‌লেম, মহাপুরুষের উপর যে ভক্তিটুকু ছিল—মরিচবিহীন কর্পূরের মত—ষ্টপরহীন ইথরের মত একেবারে উবে গেল। ঠাকুরমার মাছুলিটী তার পর দিনেই খুলে ফ্যালা হলো; ভূত, শাঁকচুন্নী, পেৎনীদের ভয় আবার বেড়ে উঠ্‌লো।

লালা রাজাদের বাড়ি দাঙ্গা।

আমরা স্কুলে আর এক কেলাস উঠ্‌লেম, রাঁধুনী বামুন পণ্ডিতের হাত এড়ানো গেল। একদিন আমরা পড়া বল্‌তে না পারায় জল খাবার ছুটির সময়ে গাধার টুপি মাথায় দিয়ে, বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে কন্‌ফাইন্‌ হয়ে রয়েছি, মাষ্টার মশাই তামাক খাবার ঘরে জল খেতে গেচেন (তাঁর ক্ষিদে বরদাস্ত হয় না, কিন্তু ছেলেদের হয়); একজন বামুন বাবুদের বাড়ীর ছোটবাবুর মুখে শামা পাখীর বোল—"বক বকম্‌ বক্‌ বকক্‌" করে পায়রার ডাক ডেকে ব্যাড়াচ্চেন ও পনি টাট্টু সেজে কদম দেখাচ্চেন; এমন সময়ে কাশীপুর অঞ্চলের একজন ছোকরা বল্লে, "কাল বৈকালে পাকপাড়ার লালা বাবুদের" (শ্রীবিষ্ণু ! আজকাল রাজা) লালা রাজাদের বাড়ী—এক দল গোরা মাতাল হয়ে এসে চার পাঁচ জন দরওয়ানকে বর্‌শায় বিঁধে গিয়েচে, রাজারা ভয়ে হাসন হোসনের মত একটা পুরোণো পাতকোর ভিতর লুকিয়ে প্রাণরক্ষা করেচেন।" (বোধ হয় কেবল গিরগিটের অপ্রতুল ছিল)। আর একজন ছোকরা বলে উঠ্‌লো, "আরে তা নয়, আমরা দাদার কাছে শুনিছি, রাজাদের বাড়ীর সাম্‌নের গাছে একটা কাগ মেরেছিল বলে রাজাদের জমাদার সাহেবদের মাত্তে এসে"; আর একজন ছোকরা দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের মুখের কাছে হাত নেড়ে বল্লে, "আরে না হে না, ও সব বাজে কথা ! আমারও বাড়ী টালাতে। রাজাদের বাড়ীর পেছনে যে সেই বড় পগারটা আছে জান ? তারি পাশে যে পচা পুকুর, সেই আমাদের খিড়্‌কি। রাজাদের একজন আম্‌লার ভাই ঠিক বানরের মত মুখ; তাই দেখে একজন সাহেব ভেংচেছিল, তাতে আম্‌লাও ভেংচোয়; তাতেই সাহেবেরা বন্দুক পিস্তল নিয়ে দলবল সমেত এসে গুলি করে"। এইরূপে অনেক রকম কথা চলচে, এমন সময়ে মাষ্টার বাবু তামাক খাবার ঘর থেকে এলেন, ছোটবাবুর পনি টাট্টুর কদম ও 'বক্‌ বকম্‌ বন্ধ হয়ে গেল, রাজারা বাঁচ্‌লেন—ঢং ঢং করে ছুটো বাজ্‌লে কেলাস বসে গেল; আমরাও জল খেতে ছুটী পেলেম। আমরা বাড়ী গিয়ে রাজাদের ব্যাপার অনেকের কাছে আরও ভয়ানক রকম শুন্‌লেম; বাঙ্গালা কাগজওয়ালারা, "এক দল গোরা-বাজ্‌না বাজিয়ে যাইতেছিল, দলের মধ্যে এক জনের জলতৃষ্ণা পাইয়া, রাজাদের বাড়ী যেমন জল খেতে যাবে, জমাদার গলা ধাক্কা মারিয়া বাহির করিয়া দেয়, তাতে সঙ্গের কর্ণেল গুলি কত্তে হুকুম দেন।" প্রভৃতি নানা আজ্‌গুবী কথায় কাগজ পোরাতে লাগ্‌লেন। সহরের

পূর্ব্বের বাঙ্গলা খবরের কাগজ বড় চমৎকার ছিল, "অমুক বাবুর মত দাতা কে!" "অমুক বাবুর মার শ্রাদ্ধে ক্রোর টাকা ব্যয়" (বাবু মুচ্ছুদ্দা মাত্র)। "অমুক মাতাল জলে ডুবে মরে গেচে," "অমুক বেশ্যার নত খোয়া গিয়েচে, সন্ধান করে দিতে পাল্লে সম্পাদক তার পুরস্কারস্বরূপ তারে নিজ সহকারী কর্‌বেন" প্রভৃতি আলত কথাতেই পত্র পুরুতেন; কেউ গাল দিয়ে পয়সা আদায় কত্তেন, কেউ পয়সার প্রত্যাশায় প্রশংসা কত্তেন;—আজকালও অনেক কাগজে চোরা গোপ্তান চলে!

শেষে সঠিক শোনা গেল যে, একজন দরওয়ানকে এক জন ফিরিঙ্গি শিকারী বাক্‌বিতণ্ডায় ঝকড়া করে গুলি করে।

কৃশ্চানি হুজুক।

পাক্‌পাড়ার রাজাদের হাঙ্গামা চুক্‌তে চুক্‌তে হুজুক উঠ্‌লো, "রণজিৎসিংহের পুত্র দলিপ—ইস্থমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েচেন; তাঁর সঙ্গে সমুদায় শিকেরা কৃশ্চান হয়েচে ও ভাটপাড়ায় জনকতক ঠাকুরও কৃশ্চান হবেন!" ভাটপাড়ার গুরুগুষ্টিরে প্রকৃত হিন্দু; তাঁরা কৃশ্চান হবেন শুনে, অনেকে চম্‌কে উঠ্‌লেন; শেষে ভাটপাড়ার বদলে পাতুরেঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন বেরিয়ে পড়্‌লেন! সমধর্ম্মা কৃষ্ণমোহন কন্যা উচ্ছুগ্‌গু করে দিলেন, এয়োরও অভাব রইলো না! সহরে যখন যে পড়্‌তা পড়ে, শীগ্‌গির তার শেষ হয় না; সেই হিড়িকে একজন স্কুল মাষ্টার, কালীঘেটে হালদার, একজন বেণে ও কায়স্থ কৃশ্চান দলে বাড়্‌লো—দুচার জন বড় বড় ঘরের মেয়েমানুষও অন্ধকার থেকে আলোয় এলেন! শেষে অনেকের চাল ফুঁড়ে আলো বেরুতে লাগ্‌লো, কেউ বিষয়ে বঞ্চিত হলেন, কেউ কেউ অনুতাপ ও দুরবস্থার সেবা কত্তে লাগ্‌লেন। কৃশ্চানি হুজুক রাস্তার চলতি লণ্ঠনের মত প্রথমে আসপাশ আলো করে, শেষে অন্ধকার করে, চলে গেল। আমরাও ক্রমে বড় হয়ে উঠ্‌লেম—স্কুল আর ভাল লাগে না!

মিউটীনি।

পাঠকগণ! একদিন আমরা মিছেমিছি ঘুরে বেড়াচ্চি, এমন সময় শুন্‌লেম, পশ্চিমের সেপাইরে খেপে উঠেচে, নানা সাহেবকে চাঁই করে ইংরেজদের রাজত্ব নেবে, দিল্লীর ন্যেড়ে চীফ্‌ আবার "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" হবেন—ভারি বিপদ্‌! সহরে ক্রমে হুলস্থূল পড়ে গেল, চুনোগলি ও কসাইটোলার মেটে ইঁদুরস,

পিদ্‌রুস্, গমিস্, ডিস্‌প্রভৃতি ফিরিঙ্গিরে খাবার লোভে ভলিন্‌টিয়ার হলেন. মাথালো মাথালো বাড়ীতে গোরা পাহারা বস্‌লো, নানা রকম অদ্ভুত হুজুক উঠ্‌তে লাগ্‌লো —আজ দিল্লী গেল—কাল কানপুর হারানো হলো,ক্রমে পাশা খ্যালার হারকেতের মত ইংরেজেরা উত্তর-পশ্চিমের প্রায় সমুদায় অংশেই বে-দখল হলেন—বিবি, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও মেয়েরা মারা গেল, 'শ্রীবৃদ্ধিকারী' সাহেবেরা (হিন্দুর দেবতা পঞ্চানন্দের মত) বড় ছেলের কিছু কত্তে পাল্লেন না, ছোটি ছেলের ঘাড় ভাঙ্‌বার উজ্জুগ পেলেন—সেপাইদের রাগ বাঙ্গালীর উপর ঝাড়্‌তে লাগ্‌লেন ! লর্ড ক্যানিংকে বাঙ্গালীদের অস্ত্র-শস্ত্র (বঁটি ও কাটারিমাত্র) কেড়ে নিতে অনুরোধ কল্লেন ! বাঙ্গালীরা বড় বড় রাজকর্ম্ম না পায়, তারও তদ্বির হতে লাগ্‌লো ; ডাকঘরের কতকগুলি নেড়ে প্যায়দার অন্ন গেল,নীলকরেরা অনরেরী মেজেষ্টর হয়ে মিউটিনি উপলক্ষ করে (চোর চায় ভাঙ্গা ব্যাড়া) দাদন গাদন ও শ্যামচাঁদ খেলাতে লাগ্‌লেন। শ্যামচাঁদ সামান্নি নন, তাঁর কাছে আইন এগুতে পারেন না—সেপাইতো কোন্ ছার ! লক্ষ্ণৌয়ের বাদশাকে কেল্লায় পোরা হলো, গোরারা সময় পেয়ে দু চার বড় বড় ঘরে লুটতরাজ আরম্ভ কল্লে, মার্শাল ল জারি হলো,যে ছাপা যন্ত্রের কল্যাণে হুতুম নির্ভয়ে এত কথা অক্লেশে কইতে পাচ্চেন, যে ছাপা যন্ত্র কি রাজা, কি প্রজা, কি সেপাই পাহারা—কি খেলার ঘর, সকলকে এক রকম দেখে, ব্রিটিশ কুলের সেই চিরপরিচিত ছাপা-যন্ত্রের স্বাধীনতা, মিউটিনি উপলক্ষে, কিছুকাল শিকলি পরলেন। বাঙ্গালীরে, ক্রমে বেগতিক দেখে ; গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে সভা করে, সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন যে,—"যদিও এক-শ বছর হয়ে গেল, তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগা ম্যাড়া বাঙ্গালীই আছেন—বহু দিন ব্রিটিশ সহবাসে, ব্রিটিশ শিক্ষায় ও ব্যবহারেও আমেরিকান্‌দের মত হতে পারেন নি। (পার্‌বেন কি না, তারও বড় সন্দেহ) ! তাঁদের বড়মানুষদের মধ্যে অনেকে তুফানের ভয়ে গঙ্গায় নৌকো চড়েন না—রাত্তিরে প্রস্রাব কত্তে উঠ্‌তে হলে স্ত্রীর বা চাকর চাকরাণীর হাত ধরে ঘরের বাইরে যান, অস্ত্রের মধ্যে পেন্‌নাইফ ব্যবহার করে থাকেন। যাঁরা আপনার ছায়া দেখে ভয় পান—তাঁরা যে লড়াই করবেন, এ কথা নিতান্ত অসম্ভব ! বলতে কি, কেবল আহার ও গুটীকতক বাছালো বাছালো আচারে তাঁরা ইংরেজদের স্কেচ্ মাত্র করে নিয়েছেন। যদি গবর্ণমেণ্টের হুকুম হয়, তা হলে সেগুলিও চেয়ে পরা কাপড়ের মত এখনই ফিরিয়ে দেন—রায় মহাশয়ের মগ বাবুর্চিকে জবাব দেওয়া হয়—বিলিতী বাবুরা ফিরুতি ফলারে বসেন ও ঘোষজা গাঁজা ধরেন, আর বাগাম্বর মিত্র বনাতের প্যাণ্টুলন ও বিলিতী বদমাইসি থেকে স্বতন্ত্র হন।"

ইংরেজেরা মাগ, ছেলে ও স্বজাতির শোকে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, সুতরাং তাতেও ঠাণ্ডা হলেন না—লর্ড ক্যানিংয়ের রিকলের জন্যে পার্লিয়ামেণ্টে দরখাস্ত কল্লেন, সহরে হুজুকের একশেষ হয়ে গেল। বিলেত থেকে জাহাজ জাহাজ গোরা আস্‌তে লাগ্‌লো—সেই সময়ে বাজারে এই গান উঠ্‌লো,—

গান।

"বিলাত থেকে এলো গোরা,
মাথার পর কুর্‌তি পরা,
পদভরে কাঁপে ধরা,
হাইল্যাণ্ডনিবাসী তারা।
টামটিয়া টোপির মান,
হবে এবে খর্ব্বমান,
সুখে দিল্লী দখল হবে,
নানা সাহেব পড়্‌বে ধরা॥"

বাঙ্গালীরা ঝোপ বুঝে কোপ্ ফেল্‌তে বড় পটু; খাঁটি হিন্দু (অনেকেই দিনের বেলায় খাঁটি হিন্দু) দলে রটিয়ে দিলে যে, "বিধবাবিবাহের আইন পাস ও বিধবা-বিবাহ হওয়াতেই সেপাইরে খেপেচে। গবর্ণমেণ্ট বিধবাবিবাহের আইন তুলে দিয়েছেন—বিদ্যেসাগরের কর্ম্ম গিয়েচে—প্রথম বিধবাবিবাহের বর শিরিশের ফাঁসি হবে।"

কোথাও হুজুক উঠ্‌লো, "দলিপ সিংকে কৃশ্চান করাতে, নাগপুরের রাণীদের স্ত্রীধন কেড়ে নেওয়াতে ও লক্ষ্ণৌয়ের বাদসাই যাওয়াতেই মিউটিনি হলো।"

নানা মুনির নানা মত! কেউ বল্লেন, সাহেবেরা হিন্দুর ধর্ম্মে হাত দেন, তাতেই এই মিউটিনি হয়েচে। তারকেশ্বরের মোহন্তের রক্ষিতা কাশীর বিশ্বেশ্বরের পাণ্ডার স্ত্রী ও কালীঘাটের বড় হালদারের বাড়ীর গিন্নীরে স্বপ্নে দেখেচেন, ইংরেজদের রাজত্ব থাক্‌বে না! দুই একজন ভট্‌চায্যি ভবিষ্যৎ পুরাণ খুলে তারই নজির দেখালেন!

ক্রমে সেপাইয়ের হুজুকের বাড়্‌তি কমে গ্যালো—আজ দিল্লী দখল হলো—নানা পালালেন—জং বাহাদুরের সাহায্যে লক্ষ্ণৌ পাওয়া হলো মিউটিনির প্রায় সমুদায় সেপাইরে ফাঁসিতে, তোপেতে ও তলওয়ারের মুখেতে শেষ হলেন—অবশিষ্টেরা ক্যানিংয়ের পলিসিতে ক্ষমা প্রার্থনা করে বেঁচে গ্যালেন!

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পুরোণো বছরের মত বিদেয় হলেন—কুইন স্বরাজ্য খাস প্রক্লেম কল্লেন; বাজী, তোপ ও আলোর সঙ্গে মায়াবিনী আশা 'কুইনের খাসে প্রজার দুঃখ রবে না' বাড়ী বাড়ী গেয়ে বেড়াতে লাগ্‌লেন; গর্ভবতীর যত দিন

একটা না হয়ে যায়, তত দিন যেমন 'ছেলে কি মেয়ে' লোকের মনে সংশয় থাকে, সংসার কুইনের প্রোক্লেমেশনে সেইরূপ অবস্থায় স্থাপিত হলো।

মিউটিনির হুজুক শেষ হলো—বাঙ্গালীরা ফাঁসি-ছেঁড়া অপরাধীর মত সে যাত্রা প্রাণে প্রাণে মান বাঁচালেন ; কারু নিরপরাধে প্রাণদণ্ড হলো, কেউ অপরাধী থেকেও জায়গীর পেলেন। অনেক বামুনে কপাল ফুলে উঠ্‌লো ; 'যখন যার কপাল ধরে—' ইত্যাদি কথার সার্থকতা হলো। রোগ, শোক ও বিপদে যেমন লোকে পতিগত স্ত্রীর মূল্য জান্‌তে পারে, সেইরূপ মিউটিনি উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টও বাঙ্গালী শব্দের কথঞ্চিৎ পদার্থ জান্‌তে অবসর পেলেন ; 'শ্রীবৃদ্ধিকারীরা' আশা ও মান ভঙ্গে অন্তরে বিষম জ্বালায় জ্বল্‌তেছিলেন, এক্ষণে পোড়া চক্ষে বাঙ্গালীদের দেখ্‌তে লাগ্‌লেন—আমরাও স্কুল ছাড্‌লেম। আঃ! বাঁচ্‌লেম—গায়ে বাতাস লাগ্‌লো।

মরা-ফেরা।

আমরা ছেলেবেলাতেই জ্যাঠার শিরোমণি ছিলেম ; স্কুল ছাড়াতে জ্যাঠামি, ভাতের ফ্যানের মতন, উথ্‌লে উঠ্‌লো ; (বোধ হয় পাঠকেরা এই হুতোমপ্যাচার নক্সাতেই আমাদের জ্যাঠামির দৌড় বুঝতে পেরে থাক্‌বেন)। আমরা প্রলয় জ্যাঠা হয়ে উঠ্‌লেম—কেউ কেউ আদর করে 'চালাকদাস' বলে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন।

ছেলেবেলা থেকেই আমাদের বাঙ্গালা ভাষার উপর বিলক্ষণ ভক্তি ছিল, শেখ্‌বারও নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল না। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি যে, আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা ঘুমোবার পূর্ব্বে নানাপ্রকার উপকথা কইতেন ; কবিকঙ্কণ, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের পয়ার মুখস্থ আওড়াতেন। আমরাও সেইগুলি মুখস্থ করে স্কুলে, বাড়ীতে ও মার কাছে আওড়াতেম—মা শুনে বড় খুসী হতেন ও কখন কখন আমাদের উৎসাহ দেবার জন্যে ফি পয়ার পিছু একটী করে সন্দেশ প্রাইজ দিতেন। অধিক মিষ্টি খেলে তোৎলা হতে হয়, ছেলেবেলা আমাদের এ সংস্কার ছিল ; সুতরাং কিছু আমরা আপনারা খেতুম, কিছু কাগ ও পায়রাদের জন্যে ছাদে ছড়িয়ে দিতুম! আর আমাদের মুঞ্জুরী বলে দিব্বি একটী শাদা বেরাল ছিল, (আহা! কাল সকালে সেটী মরে গ্যাছে—বাচ্চাও নাই) বাকী সে প্রসাদ পেতো। সংস্কৃত শেখাবার জন্যে আমাদের একজন পণ্ডিত ছিলেন, তিনি আমাদের লেখা-পড়া শেখাবার জন্যে বড় পরিশ্রম কত্তেন। ক্রমে আমরা চার বছরে মুগ্ধবোধ পার হলেম, মাঘের দুইপাত ও রঘুর তিন পাত পড়েই আমাদের

জ্যাঠামোর সূত্র হলো ; টিকী, ফোঁটা ও রাঙ্গা বনাতওয়ালা টুলো ভট্টাচার্য্যি দেখ্‌লেই তর্ক কর্ত্তে যাই, ছোঁড়াগোচের ঐ রকম বেয়াড়া বেশ দেখ্‌তে পেলেই তর্কে হারিয়ে টিকী কেটে নিই ; কাগজে প্রস্তাব লিখি—পয়ার লিখ্‌তে চেষ্টা করি ও অন্যের লেখা প্রস্তাব থেকে চুরি করে আপনার বলে অহঙ্কার করি—সংস্কৃতকালেজ থেকে দূরে থেকেও ক্রমে আমরাও ঠিক একজন সংস্কৃত কালেজের ছোক্‌রা হয়ে পড়্‌লেম ; গৌরবলাভেচ্ছা হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্ব্বত থেকেও উঁচু হয়ে উঠ্‌লো—কথন বোধ হতে লাগ্‌লো, কিছু দিনের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় কালিদাস হব; (ওঃ শ্রীবিষ্ণু কালিদাস বড় লম্পট ছিলেন) তা হওয়া হবে না। তবে ব্রিটেনের বিখ্যাত পণ্ডিত জন্‌সন ? (তিনি বড় গরিবের ছেলে ছিলেন, সেটী বড় অসঙ্গত হয়।) রামমোহন রায় ? হাঁ, একদিন রামমোহন রায় হওয়া যায়—কিন্তু বিলেতে মত্তে পার্‌বো না।

ক্রমে কি উপায়ে আমাদের পাঁচ জনে চিন্‌বে, সেই চেষ্টাই বলবতী হলো ; তারই সার্থকতার জন্যই আমরা বিদ্যোৎসাহী সাজ্‌লেম—গ্রন্থকার হয়ে পড়্‌লেম—সম্পাদক হতে ইচ্ছা হলো—সভা কল্লেম—ব্রাহ্ম হলেম—তত্ত্ববোধিনী সভায় যাই—বিধবা বিয়ের দলাদলি করি ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত দলের লোকেদের উপাসনা করি—আন্তরিক ইচ্ছে যে, লোকে জানুক যে, আমরাও ঐ দলের এক জন ছোট খাট কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে !

হায় ! অল্পবয়সে এক একবার অবিবেচনার দাস হয়ে আমরা যে সকল পাগলামো করেছি, এখন সেইগুলি স্মরণ হলে কান্না ও হাসি পায় ; আবার এখন যে পাগলামী প্রকাশ কচ্চি, এর জন্য বৃদ্ধ বয়সে অনুতাপ তোলা রইলো ! মৃত্যু-শয্যার পাশে যবে এইগুলির ভয়ানক ছবি দেখা যাবে, ভয়ে ও লজ্জায় শরীর দাহ কত্তে থাক্‌বে, তখন সেই অনন্য-আশ্রয় পরমেশ্বর ভিন্ন আর জুড়াবার স্থান পাওয়া যাবে না ! বাপ-মার কাছে মার খেয়ে ছেলেরা যেমন তাঁদেরই নাম করে, 'বাবা গো—মাগো' বলে কাঁদে, আমরা তেমনি সেই ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘননিবন্ধন বিপদে পড়ে, তাঁর নাম ধরেই, পাঠক, তোমায় ভেংচুতে ভেংচুতে ও কলা দেখাতে দেখাতে তরে যাবে।

প্রলয় গর্ম্মিতে একদিন আমরা মোটা চাদর গায়ে দিয়ে ফিলজফর সেজে বেড়াচ্ছি, এমন সময়ে নদে অঞ্চলের একজন মুহুরি বল্লে যে, "আমাদের দেশে হুজুক উঠেছে, ১৫ই কার্ত্তিক রবিবার দিন দশ বছরের মধ্যের মরা মানুষরা যমালয়

থেকে ফিরে আস্‌বে"—জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাসের মত সহরের কোন কোন বেণে বাবুরা সিংহবাহিনী ঠাকরুণের পালায় যেমন ছোট আদালতের দু চার কয়েদী খালাস করেন, সেই রকম স্বর্গে কোন দেবতা আপনার ছেলের বিবাহ উপলক্ষে যমালয়ের কতকগুলি কয়েদী খালাস কর্‌বেন; ইহা নদের রামশর্ম্মা আচার্য্য স্বয়ং গুণে বলেছেন। আমরা এই অপরূপ হুজুক শুনে তাক্ হয়ে রইলেম! এদিকে সহরেও ক্রমে গোল উঠ্‌লো '১৫ই কার্ত্তিক মা ফির্‌বে।' বাঙ্গালা খবরের কাগজওয়ালারা কাগজ পূরাবার জিনিষ পেলেন—একটী গেরোর উপর আর একটী গেরো দিলে পূর্ব্বের গেরোটী যেমন আল্গা হয়ে যায়, বিধবা-বিবাহ প্রচার কর্‌বাতে সহরের ছোট ছোট বিধবাদের বিদ্যাসাগরের প্রতি যে ভক্তিটুকু জন্মেছিল, সেটুকু এই প্রলয় হুজুকে, ঋতুগত থরম্মিটরের পারার মত একেবারে অনেক ডিগ্রী নেবে গিয়ে, বিলক্ষণ ঢিলে হয়ে পড়্‌লো।

সহরে যেখানে যাই, সেইখানেই মরা ফের্‌বার মিছে হুজুক! আশা নির্ব্বোধ ও মেয়েদলের প্রিয়সহচরী হলেন। জোচ্চোর ও বদমাইসেরা সময় পেয়ে গোছাল জায়গায় মরা ফেরা সেজে যেতে লাগ্‌লো। দুইএক গেরেস্তোর ধর্ম্ম নষ্ট হলো—অনেকের টাকা ও গয়না গেল। ক্রমে আষাঢ়াস্ত বেলার সন্ধ্যার মত,—শোকাতুরের সময়ের মত, ১৫ই কার্ত্তিক নবাবীচালে এসে পড়্‌লেন। দুর্গোৎসবের সময়ে সন্ধিপূজোর ঠিক শুভক্ষণের জন্য পৌত্তলিকেরা যেমন প্রতীক্ষা করে থাকেন, ডাক্তারের জন্য মুমূর্ষু রোগীর আত্মীয়েরা যেমন প্রতীক্ষা করে থাকেন ও স্কুলবয় ও কুঠীওয়ালারা যেমন ছুটীর দিন প্রতীক্ষা করেন—বিধবা ও পুত্র-সহোদরাদিহীন নির্ব্বোধ পরিবারেরা সেই রকম ১৫ই কার্ত্তিকের অপেক্ষা ক'রে রইলেন। ১৫ কার্ত্তিক দিল্লীর লাড্‌ডু হয়ে পড়্‌লেন—যাঁরা পূর্ব্বে বিশ্বাস করেন নি, ১৫ কার্ত্তিকের আড়ম্বর ও অনেকের অতুল বিশ্বাস দেখে তাঁরাও দলে মিস্‌লেন। ছেলে বেলা আমাদের একটী চিনের খরগোশ ছিল; আজ বছর আষ্টেক হলো, সেটী মরেচে—আমরাও তার ফিরে আস্‌বার জন্যে কচি কচি দূর্ব্বো ঘাস তুলে, বহু কালের ভাঙ্গা পিঁজ্‌রের মাটী ঝেড়ে ঝুড়ে, তুলো পেড়ে বিছানা টিছানা করে, তার অপেক্ষায় রইলেম্।

১৫ই কার্ত্তিক মড়া ফির্‌বে কথা ছিল, আজ ১৫ই কার্ত্তিক। অনেকে মড়ার অপেক্ষায় নিমতলা ও কাশীমিত্রের ঘাঠে বসে রইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গেল, রাত্রি দশটা বাজে, মরা ফির্‌লো না; অনেকে মড়ার অপেক্ষার থেকে মড়ার মত হয়ে রাত্রিরে ফিরে এলেন; মড়া ফেরার হুজুক থেমে গেল।

আমাদের জ্ঞাতি ও নিন্দুকেরা।

আমরা ক্রমে বিলক্ষণ বড় হয়ে উঠ্‌লেম ; দু চার জন আমাদের অবস্থার হিংসে কত্তে লাগ্‌লেন ; জ্ঞাতিবর্গের বুকে ঢেঁকি পড়্‌তে লাগ্‌লো—আমাদের বিপদে মুচ্‌কে হাসেন ও আমোদ করেন ; তাঁদের এক চোখ কাণা হয়ে গেকে যদি আমাদের দু চক্ষু কাণা হয়, তাতে এক চক্ষু দিতে বিলক্ষণ প্রস্তুত—সতীনের বাটীতে গু গুলে খেতে পার্‌লে তার বাটিটি নষ্ট হয়, স্বয়ং না হয় গু গুলেই খেলেন ! জ্ঞাতি বাবু ও বিবিদেরও সেই রকম ব্যবহার বেরুতে লাগ্‌লো ! লোকের আঁটকুড়ো হয়ে বনে একা থাকা ভাল,তবু আমাদের মতন জ্ঞাতির সঙ্গে এক ঘর ছেলে পুলে নিয়ে বাস করা কিছু নয়! আমাদের জ্ঞাতিরা দুর্য্যোধনের বাবা—তাদের মেয়েরা কৈকেয়ী ও সূর্পণখা হতেও সরেস ! ক্রমে এক দল শত্রু জন্মালেন, এক দল ফ্রেণ্ডও পাওয়া গেল। যাঁরা শত্রুর দলে মিস্‌লেন, তাঁরা কেবল আমাদের দোষ ধরে নিন্দে কত্তে আরম্ভ কল্লেন। ফ্রেণ্ডেরা সাধ্যমত ডিফেণ্ড কত্তে লাগ্‌লেন। শত্রুরা খাওয়া দাওয়া ও শোয়ার সঙ্গে আমাদের নিন্দে করা সংকল্প করেছিলেন, সুতরাং কিছুতেই থাম্‌লেন না ; আমরাও অনেক সন্ধান করে দেখ্‌লুম যে, যদি তাঁদের কোন কালে অপরাধ করে থাকি, তা হলে অবশ্যই আমাদের উপর চট্‌তে পারেন ; কিছুই খুঁজে পেলুম না, বরং সন্ধানে বেরুলো যে, নিন্দুকদলের অনেকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পর্য্যন্তও নাই। লোকের সাধ্যমত উপকার করা যেমন কতকগুলির চিরন্তন ব্রত, সেইরূপ বিনা দোষে নিন্দা করাও সহরের কতকগুলি লোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ব্রতের মধ্যে গণ্য ;—আমরা প্রার্থনা করি, নিন্দুকরা কিছু কাল বেঁচে থাকুন, তা হলেই অনেকে তাঁদের চিনে নেবেন ও বক্তারা যেমন বকে বকে শেষে ক্লান্ত হয়ে আপনা আপনিই থামেন, তেমনি এঁরা আপনা আপনি থাম্‌বেন। তবে অনেকের এই পেসা বলেই যা হোক্‌—পেসাদারের কথা নাই।

নানা সাহেব।

মরা-ফেরা হুজুক থাম্‌লে, কিছু দিন নানা সাহেব দশ বারো বার মরে গেলেন, ধরা পড়্‌লেন, আবার রক্তবীজের মত বাঁচ্‌লেন। সাতপেয়ে গরু—দরিয়াই ঘোড়া—লক্ষ্ণৌয়ের বাদ্‌সা—শিবকেষ্টো বাঁড়ুয্যে—ওয়েল্‌স্ সাহেব—নীলবান্দরে লঙ্কাকাণ্ডে লংএর মেয়াদ—কুমীর, হাঙ্গর ও নেক্‌ড়ে বাঘের উৎপাতের মত ইংলিশম্যান

ও হরকরা নামক দুখানি নীল কাগজের উৎপত্তি—ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক রামমোহন রায়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধে দলাদলির ঘোঁট ও শেষে হঠাৎঅবতারের হুজুক বেড়ে উঠ্‌লো।

সাতপেয়ে গরু।

সাতপেয়ে গরু বাজারে ঘর ভাড়া কল্লেন, দর্শনী দু পয়সা রেট হলো; গরু রাখ্‌বার জন্য অনেক গরু একত্র হলেন। বাকি গরুদের ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকা হতে লাগ্‌লো, কিছু দিনের মধ্যে সাতপেয়ে গরু বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার ক'রে দেশে গেলেন।

দরিয়াই ঘোড়া।

দরিয়াই ঘোড়াও ঐ রকম রোজগার কত্তে লাগ্‌লেন; বেশির মধ্যে বিক্রী হবার জন্য দু চার মাথালো মাথালো থামওলা, সেপাই-পাহারা ও গোরা—কোচ-ম্যান (যেখানে অন্দর মহলেও ঘোড়ার সর্ব্বদা সমাগম) ওয়ালা বাড়িতে গমনা-গমন কল্লেন। কে নেবে? লাখ টাকা দর! আমাদের সহরের কোন কোন বড়মানুষের যে ত্রিশ চল্লিশ লাখ টাকা দর, পিঁজরেয় পূরে চিড়িয়াখানায় রাখ্‌বারও তাঁরা বিলক্ষণ উপযুক্ত তা ঠিক, কিন্তু কৈ! নেবার লোক নাই! এখন কি আর সৌখিন আছে? বাঙ্গালাদেশে চিড়িয়াখানার মধ্যে বর্দ্ধমানের তুল্য চিড়িয়াখানা আর কোথাও নাই—সেথায় তত্ত্ব, রত্ন, লঙ্কার, উল্লুক, ভাল্লুক প্রভৃতি নানা রকম অজ্‌গুবি কেতার জানোয়ার আছে; এমন কি এক আধটার জোড়া নাই।

লক্ষ্ণৌয়ের বাদ্‌সা।

দরিয়াই ঘোড়া কিছুদিন সহর থেকে, শেষে খেতে না পেয়ে দরিয়ায় পালিয়ে গেলেন। লক্ষ্ণৌয়ের বাদ্‌সাহ দরিয়াই ঘোড়ার জায়গায় বস্‌লেন—সহরে হুজুক উঠ্‌লো, "লক্ষ্ণৌয়ের বাদ্‌সা মুচিখোলায় এসে বাস করেচেন, বিলেত যাবেন; বাদ্‌সার বাইয়ানা পোষাক, পায়ে আলতা।" কেউ বল্লে, "রোগা ছিপ্‌ছিপে, দিব্বি দেখ্‌তে, ঠিক যেন একটী অপ্সরা।" কেউ বল্লে, "আরে না, বাদ্‌সাটা একটা কুপোর মত মোটা, ঘাড়ে গদ্দানে, গুণের মধ্যে বেশ গাইতে পারে।" কেউ বল্লে, "আঃ!—ও

সব বাজে কথা, যে দিন বাদ্‌সা পার হন, সে দিন সেই ইষ্টিমারে আমিও পার হয়েছিলেম ; বাদ্‌সাহ শ্যামবর্ণ, একহারা, নাকে চস্‌মা, ঠিক আমাদের মৌলবী সাহেবের মত।" লক্ষ্ণৌয়ের বাদ্‌সা কয়েদ থেকে খালাস হয়ে মুচিখোলায় আসায়, দিন কতক সহর বড় গুলজার হয়ে উঠ্‌লো। চোর বদমাইসেরাও বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় করে নিলে ; দোকানদারদেরও অনেক ভাঙ্গা পুরোণো জিনিষ বেধড়ক দামে বিক্রী হয়ে গেল ; দুই এক খ্যাম্‌টাওয়ালী বেগম হয়ে গেলেন ! বাদ্‌সা মুচিখোলার অর্দ্ধেকটা জুড়ে বস্‌লেন। সাপুড়েরা যেমন প্রথমে বড় বড় কেউটে সাপ ধরে হাঁড়ির ভেতোর পূরে রাখে, ক্রমে তেজ-মরা হয়ে গেলে খ্যালাতে বার করে, গবর্ণমেণ্টও সেই রকম প্রথমে বাদ্‌সাকে কিছু দিন কেল্লায় পুরে রাখ্‌লেন, শেষে বিষ দাঁত ভেঙ্গে তেজের হ্রাস করে, খেল্‌তে ছেড়ে দিলেন। বাদ্‌সা ডম্বরুর তালে খেল্‌তে লাগ্‌লেন ; সহরের রুদ্দর, ভদ্দর, সেখ, খাঁ, দাঁ প্রভৃতি ধড়িবাজ পাইকেরা মাল সেজে কাঁদুনী গাইতে লাগ্‌লেন—বানর ও ছাগলও জুটে গেল।

লক্ষ্ণৌয়ের বাদ্‌সা জমি নিলেন, দুই এক বড় মানুষ ক্যাপ্‌লা জাল ফেল্লেন—অনেক প্রত্যাশা ছিল, কিন্তু শেষে জালখানা পর্য্যন্ত উঠ্‌লো না—কেউ বল্লে, 'কেঁদো মাছ।' কেউ বল্লে হয় 'রাগা' নয় 'খোঁটা'

হরেকৃষ্ট বন্দ্যোপাধ্যায়।

হুজুক-রঙ্গে হরেকেষ্টো বাঁড়ুয্যে দেখা দিলেন। বাবু দিন কত বড় বাড় বেড়েছিলেন ; আজ একে চাবুক মারেন, আজ ওকে পাঠান ঠেকিয়ে জুতো মারেন, আজ মেড়ুয়াবাদী খোট্টা ঠকান, কাল টুপিওয়ালা সাহেব ঠকান—শেষ আপনি ঠক্‌লেন। জালে জড়িয়ে পড়ে, বাঙ্গালীর কুলে কালি দিয়ে, চোদ্দবছরের জন্য জিঞ্জির গেলেন। কোন কোন সাহেবে পয়সার জন্য না করেন হ্যান কর্ম্মই নাই ; সেটা হরেকেষ্টো বাবুর কল্যাণে বেরিয়ে পড়্‌লো—একজন "এম্‌, ডি, এফ. আর, সি, এস" প্রভৃতি বত্রিশ অক্ষরের খেতাবওয়ালা ডাক্তার ঐ দলে ছিলেন।

ছুঁচোর ছেলে বুঁচো।

আমাদের সহরে বড়মানুষদের মধ্যে অনেকের অরগুণ নাই, বরগুণ আছে। "ভাল কত্তে পারবো না মন্দ করবো, কি দিবি তা দে!" এই যে ভাষা কথা

আছে, এঁরা তারই সার্থকতা করেচেন—বাবুরা পরের ঝক্‌ড়া টাকা দিয়ে কিনে, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' হতে চান—অনেকে আড়ি তুলতেও এই পেসা আশ্রয় করেচেন! যদি এমন পেসাদার না থাক্‌তো, তা হলে হরেকেষ্টোর কে কি কত্তে পাত্তো? তিনি কেবল ভাজ্‌কে ও ভাইপোকে ঠকিয়ে বিষয়টা আপনি নিতে চেষ্টা করেছিলেন বৈতো নয়! আমাদের কল্‌কেতা সহরের অনেক বড় মানুষ যে, ভাইয়ের স্ত্রীকে ডাক্তার দিয়ে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেও, গায়ে ফুঁদিয়ে গাড়ী ঘোড়া চড়ে ব্যাড়াচ্চেন, কৈ আইন তার কাছে কত্তে পায় না কেন? হরেকেষ্টো যেমন জাল করেছিলেন, বোধ হয় সহরের অনেক বড় মানুষের ঘরে ও রকম কত পার পেয়ে গ্যাছে ও নিত্যি কত হচ্চে। সহরের একটি কাশ্মীরি-মুখ্‌খু বড় মানুষ আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, "সহরে আমার মত কত ব্যাটাই আছে, কেবল আমিই ধরা পড়েচি!" হরেকেষ্টোর বিষয়ও ঠিক্ তাই।

জষ্টিস্ ওয়েল্‌স্।

হরেকেষ্টোর মোকদ্দমার মুখে জষ্টিস ওয়েল্‌স্ নতুন ইণ্ডেণ্ট হন। তাঁর সংস্কার ছিল, বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রায় সকলেই মিথ্যাবাদী ও জালবাজ্; সুতরাং মোকদ্দমা কর্‌বার সময়ে যখন চার পা তুলে বক্তৃতা কত্তেন, তখন প্রায়ই বল্‌তেন, "বাঙ্গালীরা মিথ্যাবাদী ও বব্বলের জাতি।" এতে বাঙ্গালীরা অবশ্যই বল্‌তে পারেন, "শতকরা দশ জন মিথ্যাবাদী বা বব্বলে হলে যে আশি নব্বই জনও মিথ্যেবাদী হবেন, এমন কোন কথা নাই।"—চার দিকে অসন্তোষের গুজ্‌গাজ পড়ে গেল, বড় দলের মোড়োলেরা হাতে কাগজ পেলেন, 'তেঁই ঘোঁটের' যত মাথালো মাথালো জায়গায় ঘোঁট পড়ে গেল, শেষে অনেক কষ্টে একটি সভা করে সার চার্লস কাষ্ট মহাশয়ের নিকট দরখাস্ত করাই এক প্রকার স্থির হলো। কিন্তু সভা কোথায় হয়! বাঙ্গালীদের তো এক পদও 'সাধারণের' স্থল নাই; টাউনহল সাহেবদের, নিমতলার ছাতখোলা হল গবর্মেণ্টের, কাশীমিত্তিরের ঘাটে হল নাই; প্রসন্নকুমার ঠাকুর বাবুর ঘাটের চাঁদনীতে হতে পারে, কিন্তু ঠাকুর বাবুর পাঁচজন সাহেব সুবোর সঙ্গে আলাপ আছে, সুতরাং তাও পাওয়া কঠিন। শেষে রাজা রাধাকান্তের নবরত্নের নাটমন্দিরই প্রশস্ত বলে সিদ্ধান্ত হলো। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলো, "অমুক দিন রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের নবরত্নের নাটমন্দিরে ওয়েল্‌স্ জজের মুখরোগের চিকিৎসা কর্‌বার জন্যে সভা করা হবে! ঔষধ সাগরে রয়েচে।"

সহরের অনেক বড় মানুষ—তাঁরা যে বাঙ্গালির ছেলে, ইটি স্বীকার কত্তে লজ্জিত হন; চুণোগলির আনড্রু পিক্রুসের পৌত্তুর বল্লে তাঁর বড় খুসী হন; সুতরাং যাহাতে বাঙ্গালীর শ্রীবৃদ্ধি হয়, মান বাড়ে, সে সকল কাজ থেকে দূরে থাকেন। তদ্বিপরীত নিয়তই স্বজাতির অমঙ্গল চেষ্টা করে থাকেন। রাজা রাধাকান্তের নাটমন্দিরে ওয়েল্‌সের বিপক্ষে বাঙ্গালিরা সভা করবেন শুনে তাঁরা বড়ই দুঃখিত হলেন; খানা খাবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় মনে পড়ে গেল; যাতে ঐ রকম সভা না হয়, কায়মনে তারই চেষ্টা কত্তে লাগ্‌লেন! রাজা বাহাদুরের কাছে সুপারিস্ পড়্‌লো; রাজা বাহাদুর সত্যব্রত, একবার কথা দিয়েচেন, সুতরাং উ চুদলের সুপারিস হলেও সহসা রাজী হলেন না। সুপারিসওয়ালারা জোয়ারের গুয়ের মত সাগরের প্রবল তরঙ্গে ভেসে চল্লো। নিরূপিত দিনে সভা হলো, সহরের লোক রৈ রৈ করে ভেঙ্গে পড়্‌লো, নবরত্নের ভিতরের বিগ্রহ ও নাটমন্দিরের সামের যোড়-হস্ত-করা পাথরের গড়ুরেরও আহ্লাদের সীমা রইলো না। বাঙ্গালীদের যে কথঞ্চিৎ সাহস জন্মেচে, এই সভাতে তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল। কেবল সুপারিসওয়াল সহরের সোণার বেণে বড়মানুষরা এই সভায় আসেন নাই;—সুপারিসওয়ালা-দের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেল। বেণে বাবুরা কোন কাজেই মেশেন না, সুতরাং তাঁদের কথাই নাই! ওয়েল্‌স্-হুজুকের অনেক অংশে শেষ হলো, দশ লক্ষ লোকে সই করে এক দরখাস্ত কার্ণ্ঠ সাহেবের কাছে প্রদান কল্লেন; সেই অবধি ওয়েলসও ব্রেক হলেন।

টেকচাঁদের পিসী।

টেক্‌চাঁদ ঠাকুরের টেপী পিসী ওয়েল্‌সের মুখরোগের তরে মিটিং করা হয়েছে শুনে বল্লেন, "ওমা আজ কাল সবই ইংরিজি কেতা! আমরা হলে মুড়োমুড়ি নারকেলমুড়ি ও ঠন্‌ঠনের নিম্‌কীতে দোরস্ত কত্তেম!" নারকেলমুড়ি বড় উত্তম অষুধ, হলওয়েলের বাবা! আমাদের সহরের অনেক বড় মানুষ ও দুই এক জেলার রাজা মহারাজ বাহাদুর নিয়তই রোগভোগ করে থাকেন; দার্জিলিং, সিম্লে, সপাটু, ভাগলপুর ও রাণীগঞ্জে গিয়ে ও শোধরাতে পারেন না; আমরা তাঁদের অনুরোধ করি, নারিকেলমুড়ি ও ঠন্‌ঠনের নিম্‌কীটাও ট্রাই করুন! ইমিজিয়েট রিলিফ্।

পাদ্রি লং ও নীলদর্পণ।

নীলকর হাঙ্গাম উঠ্‌লো ; শোনা গেল, কৃষ্ণনগর পাবনা, রাজসাই প্রভৃতি নীলজেলার রেয়োতরা ক্ষেপেচে। কে তাদের খ্যাপালে? কি উলুইচণ্ডী? না শামচাঁদ? তবে—'মাজিস্ট্রেট ইডেনের ইস্তাহারে' 'ইণ্ডিগো কমিশনে' 'হরিশে' 'লংএ' 'ছোট আদালতে' 'কন্ট্রাক্টবিলে' অবশেষে গ্রান্টের রিজাইনমেণ্টে রোগ সারতে পারেন? না! কেবল শামচাঁদীরা সন্নে।

নীলকর সায়েবেরা দ্বিতীয় রিভোলিউশন হবে বিবেচনা করে (ঠাকুর ঘরে কে? না আমি কলা খাইনা) গবর্ণমেণ্টে তোপ ও গোরা সাহায্য চেয়ে পাঠালেন! রেজিমেণ্টকে রেজিমেণ্ট গোরা, গন্, বোট ও এস্পেশিয়েল কমিশনর চল্লো;—মফস্বলের জেলে আর নিরপরাধীর জায়গা হয় না, কাগজে হুল থুল পড়ে গেল ও আণ্টর ব্রেড অবতার হয়ে পড়্‌লেন।

প্রজার দুরবস্থা শুনতে ইণ্ডিগো-কমিশন বস্‌লো, ভারতবর্ষীয় খুড়ীর চম্‌কা ভেঙ্গে গেল। (খুড়ী একটু আফিন খান)। বাঙ্গালির হয়ে ভারতবর্ষীয় খুড়ীর এক জন খুড়ো কমিশনর হলেন। কমিশনে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়্‌তে সাপ বেরিয়ে পড়্‌লো; সেই সাপের বিষে নীলদর্পণ জন্মালো; তার দরুণ নীলকর-দল হন্নে হয়ে উঠ্‌লেন—ছাইগাদা, কচুবন, ফ্যানগোঁজলা ছেড়ে দিয়ে ঠাকুর ঘরে, গিরজেয়, প্যালেসে ও প্রেসে ** ত্যাগ কল্লেন! শেষে ঐ দলের একটা বড় হঙ্গেরিয়ান হাউণ্ড পাদরী লং সাহেবকে কাম্‌ড়ে দিলে!

প্যাদারা পর্য্যন্ত ডেপুটি মাজিস্ট্রেট হয়ে মফস্বলে চল্লেন। তুমুলকাণ্ড বেধে উঠ্‌লো। বাদাবুনে বাঘ (প্ল্যানটারস্‌ এসোসিয়েসন) বেগতিক দেখে নাম বদ্‌লে (ল্যাণ্ডহোল্ডারস্‌ এসোসিয়েসন হয়ে) তুলসীবনে ঢুক্‌লেন। হরিশ মলেন। লংএর মেয়াদ হলো। ওয়েলস্‌ ধমক খেলেন। গ্রাণ্ট রিজাইন দিলেন—তবু হুজুক মিট্‌লো না! প্রকৃত বাঁদুরে হাঙ্গামে বাজারে নানা রকম গান উঠ্‌লো; চাষার ছেলেরা লাঙ্গল ধরে, মূলো মুড়ি খেতে খেতে—

গান।

সুর—"হাঃ শালার গরু; তাল টিটকিরি ও ন্যাজমলা।"

উঠ্‌লো সে সুখ, ঘট্‌লো অসুখ মনে, এত দিনে।
মহারাণীর পুণ্যে মোরা ছিলাম সুখে এই স্থানে॥

উঠ্‌লো খামার ভিটে ধান, গেল মানী লোকের মান,
হ্যানো সোণার বাংলা খান, পোড়ালে নীল হনুমানে॥

গাইতে লাগ্‌লো। নীলকরেরা এর উত্তরে ক্যাটল্‌ট্রেস্‌পস্‌ বিল পাস করে, কেউ কোন কোন ছোট আদালতের উকীলজজদের শ্যাম্‌পীন্‌ খাইয়ে ও ঘরঘঁ্যাসা করে, কেউ বা খাজনা বাড়িয়ে, খেউড়ে জিতে, কথঞ্চিৎ গায়ের জ্বালা নিবারণ কল্লেন।

নীলবান্দুরে লঙ্কাকাণ্ডের পালা শেষ হয়ে গেল, মোড়োলেরা জিরেন পেলেন; ভারতবর্ষীয় খুড়ী এক মৌতাত চড়িয়ে আরাম কত্তে লাগ্‌লেন। কোন কোন আশা-সোটাওয়ালা খেতাবী খুড়ো, অনরেরী চৌকিদারী, তথা ছেলে পুলের আসেসরী ও ডেপুটী-মেজেষ্টরীর জন্য সাদা দেবতার উদ্দেশে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হলেন। তথাস্তু !!

শ্যামচাঁদের অসহ্য 'টরচরে' ভূত পালায়; প্রজারা খেপে উঠ্‌বে কোন্‌ কথা! মিউটিনী ও ব্ল্যাক অ্যাক্‌টের সভাতে তো 'শ্রীবৃদ্ধিকারীরা' চটেই ছিলেন; নীল বান্দুরে হাঙ্গামে সেইটী বদ্ধমূল হয়ে পড়্‌লো। বড় ঘরে সতীন হলে, বড় বৌ ও ছোট বৌকে তুষ্ট কত্তে কর্ত্তা ও গিন্নীর যেমন হাড় ভাজা ভাজা হয়ে যায়, 'শ্রীবৃদ্ধিকারী' সুইপিং ক্লাস ও নেটীভ কমিউনিটীকে তুষ্ট কত্তে গিয়ে, ইণ্ডিয়া ও বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টও সেই রকম অবস্থায় পড়্‌লেন।

রমাপ্রসাদ রায়।

হুতোমের পাঠক! আমরা আপনাদের পূর্ব্বেই বলে এসেচি যে, "সময় কারও হাত ধরা নয়; সময় নদীর জলের ন্যায়, বেশ্যার যৌবনের ন্যায়, জীবের পরমায়ুর ন্যায়; কারুরই অপেক্ষা করে না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা বড় হচ্চি, দেখ্‌তে দেখ্‌তে বছর ফিরে যাচ্চে; কিন্তু আমাদের প্রায় মনে পড়ে না যে, 'কোন্‌ দিন যে মত্তে হবে তার স্থিরতা নাই।' বরং যত বয়স হচ্চে, ততই জীবিতাশা বলবতী হচ্চে, শরীর তোয়াজে রাখ্‌চি, আরসি ধরে শোণনুটীর মত পাকা গোঁপে কলপ দিচ্ছি, সিম্‌লের কালা পেড়ের বেহদ্দ বাহারে বঞ্চিত হতে প্রাণ কেঁদে উঠ্‌চে। শরীর ত্রিভঙ্গ হয়ে গিয়েচে, চস্‌মা ভিন্ন দেখ্‌তে পাইনে, কিন্তু আশা ও তৃষ্ণা তেমনি রয়েচে, বরং ক্রমে বাড়্‌চে বই কম্‌চে না। এমন কি অমর বর পেয়ে—প্রকৃতির সঙ্গে চিরজীবী হলেও মনের সাধ মেটে কি না সন্দেহ! সময় হঠাৎ যদি একটা গেঁড়ি-ভাঙ্গা কেউটে রাস্তায় শুয়ে আছে দেখ্‌তে পান, তা হলে তিনি যেমন চম্‌কে ওঠেন, এই সংসারে আমরাও কখন কখন মহাবিপদে ঐ রকম অবস্থায়

পড়ে থাকি; তখন এই দগ্ধহৃদয়ের চৈতন্য হয়! উল্লিখিত পথিকের হাতে সে সময় এক গাছা মোটা লাঠি থাক্‌লে তিনি যেমন সাপটাকে মেরে পুনরায় চল্‌তে আরম্ভ করেন, আমরাও মহাবিপদে প্রিয়বন্ধুদের পরামর্শ ও সাহায্যে তরে যেতে পারি; কিন্তু যে হতভাগ্যের এ জগতে বন্ধু বলে আহ্বান কর্‌বার এক জনও নাই, বিপৎপাতে তার কি দুর্দ্দশাই না হয়! তখন তার এ জগতে ঈশ্বরই একমাত্র অনন্যগতি হয়ে পড়েন। ধর্ম্মের এমনি বিশুদ্ধ জ্যোতিঃ—এমনি গম্ভীর ভাব যে, তার প্রভা প্রভাবে ভয়ে ভণ্ডামো, নাস্তিকতা, বজ্জাতী সোরে পালায়—চারিদিকে স্বর্গীয় বিশুদ্ধ প্রেমের স্রোত বইতে থাকে—তখন বিপদ্‌সাগর জননীর স্নেহময় কোল হতেও কোমল বোধ হয়। হায়! সেই ধন্য, যে নিজ বিপদ সময়ে এই বিমল আনন্দ উপভোগ কর্‌বার অবসর পেয়ে, আপনাআপনিঃ ধন্য ও চরিতার্থ হয়েচে। প্রবল আঘাতে একবার পাষাণের মর্ম্ম ভেদ কত্তে পাল্লে চিরকালেও মিলিয়ে যায় না।

ক্রমে ক্রমে আমরাও বড় হয়ে উঠ্‌লেম—ছলনা কু-আশার আবৃত,আশাপরিসর-শূন্য, সংসার সাগরের ভয়ানক শব্দ শোনা যেতে লাগ্‌লো। একদিন আমরা কতক-গুলি সমবয়সী একত্র হয়ে, একটা সামান্য বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্ক কচ্চি, এমন সময়ে আমাদের দলের একজন বলে উঠ্‌লেন, "আরে আর শুনেচ? রমাপ্রসাদ বাবুর মার সপিণ্ডীকরণের বড় ধূম! এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ; সহরের সমস্ত দলে, উদিকে কাশী কর্ণাট পর্য্যন্ত পত্র দেওয়া হবে।" ক্রমে আমরা অনেকের মুখেই শ্রাদ্ধের নানা রকম হুজুক শুনতে লাগ্‌লেম। রমাপ্রসাদ বাবুর বাপ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক, তিনি স্বয়ং ব্রাহ্ম-সমাজের ট্রষ্টি; মার সপিণ্ডীকরণে পৌত্তলিকতার দাস হয়ে শ্রাদ্ধ কর্‌বেন, শুনে কার না কৌতূহল বাড়ে? সুতরাং আমরা শ্রাদ্ধের আনুপূর্ব্বিক নক্‌সা নিতে লাগ্‌লেম।

ক্রমে সপিণ্ডনের দিন সংক্ষেপ হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। ক্রিয়েবাড়ীতে স্যাক্‌রা বসে গেল—ফলারে বামুনরা এপ্রেনটিস নিতে লাগ্‌লেন—সংস্কৃত কালেজের ফলারের প্রোফেসর রকমারী ফলারের লেক্‌চর দিতে আরম্ভ কল্লেন—বৈদিক ছাত্রেরা ভলম্‌স নোট লিখে ফেল্লেন। এদিকে চতুষ্পাঠিওয়ালা ভট্টাচার্য্যেরা চলিত ও ডাব পত্র পেতে লাগ্‌লেন; অনাহূত চতুষ্পাঠিহীন ভট্টাচার্য্যেরা সুপারিস ও নগদ অর্দ্ধ বিদায়ের জন্য রমাপ্রসাদ বাবুর বাড়ী, নিমতলা ও কাশীমিত্তিরের ঘাট হতেও, বাড়িয়ে তুল্লেন—সেথায় বা কটা শকুনি আছে! এঁদের মধ্যে অনেকের চতুষ্পাঠিতে সংবৎসর ষাঁড় হাগে, সরস্বতী পূজার সময়ে ব্রাহ্মণী ও কোলের মেয়েটী বঙ্গদেশীয় ছাত্র সাজেন, সোলার পদ্ম ও রাংতার সাজওয়ালা ক্ষুদে ক্ষুদে মেটে সরস্বতী অধিষ্ঠান হন; জানিত ভদ্দর লোকদের নেলিয়ে দিয়ে কিছু পটে।

ভট্‌চায্যি মশাইদের ছেলেব্যালা যে কদিন আসল সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, তার পর এ জন্মে আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না; কেবল সংবচ্ছর অন্তর এক দিন মেটে সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। সেও কেবল যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের জন্য!

পাঠকগণ! এই যে উর্দ্দি ও তকমাওয়ালা বিদ্যালঙ্কার, ন্যায়ালঙ্কার, বিদ্যা-ভূষণ ও বিদ্যাবাচস্পতিদের দেখ্‌চেন, এঁরা বড় ক্যালা যান না। এঁরা পয়সা পেলে না করেন হ্যান কর্ম্মই নাই! সংস্কৃত ভাষা এই মহাপুরুষদের হাতে পড়েই ভেবে ভেবে মিলিয়ে যাচ্চেন! পয়সা দিলে বানরওয়ালা নিজ বানরকে নাচায়, পোষাক পরায়, ছাগলের উপর দাঁড় করায়; কিন্তু এঁরা পয়সা পেলে নিজে বানর পর্য্যন্ত সেজে নাচেন! যত ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম, এই দলের ভিতর থেকে বেরোবে, দায়মালী জেল তন্ন তন্ন কল্লেও তত পাবে না।

আগামী কল্য সপিণ্ডন। আজ কাল সহরের দলপতিদলে অনেকেই কুল-পানা-চক্করের দলে পড়েছেন, নামটা ঢাকের মত, কিন্তু ভিতরটা ফাঁকা!— রমাপ্রসাদ বাবু সদরের প্রধান উকীল, সাহেব সুবোদের প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ, তাতে আরও কত কি হয়ে পড়্‌বেন; সুতরাং রমাপ্রসাদ বাবু দলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেদের পত্র দিলে ফিরিয়ে দেওয়াটাও ভাল হয় না। কিন্তু "রমাপ্রসাদ বাবু ও * * * *" প্রভৃতি নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক চল্‌তে লাগ্‌লো। দুই এক টাট্‌কা দলপতি (জোর কলমে, মান অপমানের ভয় নাই) রমাপ্রসাদ বাবুর তোয়াক্কা না রেখে আপন দলে আপন প্রোক্লেমেশন দিলেন; প্রোক্লেমেশন দলস্থ ভট্টাচার্য্য দলে বিতরণ হতে লাগ্‌লো; অনেকে দু নৌকায় পা দিয়ে বিষম বিপদে পড়্‌লেন— শান্‌কীর ইয়ারেরা 'বারে বারে মুর্‌গী তুমি' দলে ছিলেন, চিরকাল মুখ পুঁচে চলেচে; এইবার মহাবিপদে পড়্‌তে হলো। সুতরাং মিত্তির খুড়ো লিভ নিয়ে হাওয়া খেতে যান; চাটুয্যে শয্যাগত হয়ে পড়েন। দলপতির প্রোক্লেমেশন জুরির শমন ও সফিনে হতেও ভয়ানক হয়ে পড়্‌লো। সে এই——

"শ্রীশ্রীহরি—

শরণং।

অসেস শাস্তরত্নাকর পারবরপরম পূজনীয়——

শ্রীল

ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ——শ্রীচরণেষু।

সেবক শ্রী*চন্দন দাস ঘোস ধর্ম্ম——

সাষ্টাঙ্গে শত সহস্র প্রণীপাত্ত পুরঃসর নিবেদনং কার্য্যঞ্চাগে শ্রীশ্রীভট্‌টাচার্য্য

মহাসয়দিগের আশীর্ব্বাদে এ সে সেবকের প্রাণগতীক কুসল। পরে যে হেতুক ৺রামমোহন রায়ের পুত্র বাবু রমাপ্রসাদ রায় সীয় মাতা ঠাকুরাণীর একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে মহাসমারোহ করিতেছেন। এই দলের বিখ্যাত কুলীন ও আমার ভগ্নিপতি বাবু ধিনিকৃষ্ট মিত্রজা মজকুর শম্যাক্ প্রতিয়মাণ হইয়া জানিয়াছেন যে উক্ত রায় বাবু সহরের সমস্ত দলেই পত্র দিবেন সুতরাং এ দলেও পত্র পাঠাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু আমাদের শ্রীশ্রী৺ সভার দলের অনুগত দলের সহিত রায় মজকুরের আহার ব্যভার চলিত নাই। সুতরাং তিনি পত্র পাঠাইলেও আপনারা তথায় সভাস্ত হইবেন না।

শ্রী * চন্দর দাস ঘোস।

সম্মতঃ সাং—সুড়িঘাটা।

শ্রীহবীস্বর ন্যায়লঙ্কারোপাধীকঃ

কাব্যঃ সভাপণ্ডিতঃ।"

প্রক্লেমেশন্ পেয়ে ভট্‌চায্যি ও ফলারেরা ডুব মাল্লেন; কেউ কেউ ফল্গু নদীর মত অন্তঃশীলে বইতে লাগ্‌লেন, ডুবে জল খেলে শিবের বাবার সাধ্যি নাই যে টের পান; তবুও অনেক জায়গায় চৌকী, থানা ও পাহারা বসে গেল। কিছুতেই কেহ কিছু কত্তে পাল্লেন না; টাকার খোস্‌বো প্যাঁজ রসুনের গন্ধ ঢেকে তুল্লে—শ্রাদ্ধ সভা পবিত্র হয়ে উঠ্‌লো। বাগবাজারের মদনমোহন ও শ্রীপাট খড়দর শ্যামসুন্দর পর্য্যন্ত ব্রজের রজে গড়াগড়ি দিতে লাগ্‌লেন। শ্রাদ্ধের দিন সকাল বেলা রমাপ্রসাদ বাবুর বাড়ী লোকারণ্য হয়ে গেলো, গাড়িবারেণ্ডা থেকে বাবুর্চ্চিখানা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঠেল ধর্‌লো, এমন কি শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রায় জগন্নাথের চাঁদমুখ দেখ্‌তেও এত লোকারণ্য হয় না।

সপিণ্ডনের দিন সকালে রমাপ্রসাদ বাবু বারাণসী গরদের জোড় পড়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধার আধার হয়ে পড়্‌লেন। ব্যালার সঙ্গে সভার জনতা বাড়্‌তে লাগ্‌লো; এক দিকে রাজভাটেরা সুর করে বল্লালের গুণগরিমা ও আদিশূরের গুণকীর্ত্তন কর্ত্তে লাগ্‌লো; একদিকে ভট্টাচার্য্যদের তর্ক লেগে গেল, দু দশ জন ভেতমুখো কুলীন দলপতির ভয় ও লজ্জায় সোয়ার হয়ে সভাস্ত হতে লাগ্‌লেন। দল দল কেত্তন আরম্ভ হলো, খোলের চাঁটিতে ও হরিবোলের শব্দে ডাইনিং রূমের কাচের গ্লাস ও ডিশেরা যেন ভয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো; বৈমাত্র ভাই ধুম করে মার শ্রাদ্ধ কচ্চেন দেখে জ্ঞাতিত্বনিবন্ধন হিংসাতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন; দেখে—অ্যাম্‌বিশন হাস্‌তে লাগ্‌লেন!

ক্রমে মালাচন্দন ও দানসামগ্রী উচ্ছুগ্‌গু হলে, সভা-ভঙ্গ হলো। কল্‌কেতার ব্রাহ্মণভোজন দেখ্‌তে বেশ—হুজুরেরা আঁতুড়ের ক্ষুদে মেয়েটিকেও বাড়ীতে রেখে ফলার কত্তে আসেন না—যার যে কটী ছেলেপুলে আছে, ফলারের দিন সে গুলি বেরোবে। এক এক জন ফলারমুখো বামুনকে ক্রিয়েবাড়ীতে ঢুক্‌তে দেখ্‌লে হঠাৎ বোধ হয়, যেন গুরুমশাই পাঠশাল তুলে চলেচেন! কিন্তু বেরোবার সময়ে বোধ হয়, এক একটা সর্দ্দার ধোপা;—লুচি মোণ্ডার মোট্‌টা একটা গাধায় বইতে পারে না! ব্রাহ্মণেরা সিকি, দুয়ানি ও আধুলি দক্ষিণে পেয়ে, বিদেয় হলেন; দই-মাখান এঁটো কলাপাত, ভাঙ্গা খুরী ও আঁবের আঁটীর নীলগিরি হয়ে গেল! মাছিরা ভ্যান্ ভ্যান্ করে উড়্‌তে লাগ্‌লো—কাক ও কুকুরেরা টাঁক্‌তে লাগ্‌লো। সামিয়ানায় হাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে! সুতরাং জল সপ্‌সপানি ও লুচি, মণ্ডা, দই ও আঁবের চপটে এক রকম ভেপ্সো গন্ধ বাড়ী মাতিয়ে তুল্লে—সে গন্ধ ক্রিয়েবাড়ীর ফেরত লোক ভিন্ন অন্যে হঠাৎ আঁচ্‌তে পার্‌বেন না।

এদিকে বৈকালে রাস্তায় কাঙ্গালী জম্‌তে লাগ্‌লো; যত সন্ধ্যা হতে লাগ্‌লো, ততই অন্ধকারের সঙ্গে কাঙ্গালী বাড়্‌তে লাগ্‌লো। ভারী, দোকানদার, উড়ে-বেহারা, রেয়ো ও গুলিখোরেরা কাঙ্গালীর দলে মিশ্‌তে লাগ্‌লো; জনতার ও! ও! রো! রো! শব্দে বাড়ী প্রতিধ্বনিত হতে লাগ্‌লো। রাত্তির সাতটার সময়ে কাঙ্গালীদের বিদেয় কর্‌বার জন্য, প্রতিবাসী ও বড় বড় উঠানওয়ালা লোকেদের বাড়ী পোরা হলো; শ্রাদ্ধের অধ্যক্ষেরা থলো থলো সিকি, আধুলি, দুয়ানি ও পয়সা নিয়ে দরজায় দাঁড়ালেন; চল্‌তে মশাল, লণ্ঠন ও 'আও!' 'আও!' রাস্তায় রাস্তায় কাঙ্গালী ডেকে ব্যাড়াতে লাগ্‌লো; রাত্তির তিনটে পর্য্যন্ত কাঙ্গালী বিদেয় হলো! প্রায় ত্রিশ হাজার কাঙ্গালী জমেছিলো, এর ভিতর অনেকগুলি গর্ব্ভবতী কাঙ্গালীও ছিল, তারা বিদেয়ের সময় প্রসব হয়ে পড়াতে, নম্বরে বিস্তর বাড়ে।

কাঙ্গালী বিদেয়ের দিন দলস্থ নবশাখ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের জলপান ফলারে কেউ ফ্যালা যায় না, বামুন ও রেয়োদের মধ্যে যেমন তুখোড় ফলারে আছে, কায়েস্থ নবশাখ ও বদ্দিদের মধ্যেও ততোধিক! বরং কতক বিষয়ে এঁদের কাছে সার্টি-ফেকেটওয়ালা ফলারেরা কল্কে পায় না।

সহরের কারু বাড়ি কোন ক্রিয়ে কর্ম্ম উপস্থিত হলে, বাড়ীর ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা চাপ্‌কান, পায়জামা, টুপি ও পেটি পরে, হাতে লাল রুমাল ঝুলিয়ে, ঠিক যাত্রার নকীব সেজে, দলস্থ ও আত্মীয় কুটুম্বদের নেমন্তোন্নো কত্তে বেরোন। এর মধ্যে বড়মানুষ বা শাঁসে-জলে হলে, সঙ্গে পেসাদার নেমন্তন্নে বামুণ থাকে।

অনেকের বাড়ীর সরকার বা দাদাঠাকুর গোছের পূজরী বামুণেও চলে। নেমন্তন্নে বামুণ বা রামগোছের সরকার এক ফর্দ্দ হাতে করে, কাণে উডেন পেন্সিল গুঁজে, পান চিবুতে চিবুতে নেমন্তোন্নো সেরে যান—ছেলেটী কেবল "ট্‌কাপির" সইয়ের মতন সঙ্গে থাকে।

আজ কাল ইংরিজি কেতার প্রাদুর্ভাবে অনেকে সাপ্টা ফলার বা ভোজে যেতে "লাইক্" করেন না! কেউ ছেলে পুলে পাঠিয়ে সারেন, কেউ স্বয়ং বাগানে যাবার সময়ে ক্রিয়েবাড়ী হয়ে বেড়িয়ে যান। কিছু আহার কত্তে অনুরোধ কল্লে, ভয়ানক রোগের ভান করে কাটিয়ে যান; অথচ বাড়ীতে একঝোড়া কুম্ভকর্ণের আহার তল পেয়ে যায়—হাতিশালের হাতী ও ঘোড়াশালের ঘোড়া খেয়েও পেট ভরে না!

পাঠক! আমরা প্রকৃত ফলার দাস। লোহার সঙ্গে চুম্বকপাথরের যে সম্পর্ক, আমাদের সহিত লুচিরও সেইরূপ। তোমার বাড়ীতে ফলারটা আসটা জম্‌লে, অনুগ্রহ করে আমাদের ভুলো না; আমরা মুন্‌কে রঘুর ভাই! ফলারের নাম শুনে, আমরা নরক ও জেলে পর্য্যন্ত যাই! সেবার মৌলুবী হালুম হোসেন খাঁ বাহাদুরের ছেলের সুন্নতে ফলার করে এসেচি। হিন্দু ধর্ম্ম ছাড়া কাণ্ড বিধবা-বিয়েতেও পাতা পাতা গিয়েছে। আর কলকেতার ব্রাহ্মসমাজের জন্মতিথি উপলক্ষে ১১ই মাঘ পোপ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দি ফাষ্টের বাড়ীতে যে বছর বছর একটা অন্নক্ষেত্তর হয়, তাতেও প্রসাদ পেয়েচি। ভাল কথা! ঐ ব্রাহ্মভোজের দিন ঠাকুরবাবুর মাঠের মত চণ্ডিমণ্ডপে ব্রাহ্ম ধরে না, কিন্তু প্রতি বুধবারে উপাসনার সময়ে সমাজে কেবল জন দশ বারোকে চক্ষু বুজে ঘাড় নাড়্‌তে ও সুর করে সংস্কৃত মস্‌জিয়া পড়্‌তে দেখ্‌তে পাই; বাকিরা কোথায়? তাঁরা বোধ হয় পোয়াকী ব্রাহ্ম! না আমাদের মত যজ্ঞির বেড়াল?

এ সওয়ায় আমাদের ফলারের বিস্তর ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট আছে; যদি ইউনিভারসিটিতে বি এ, ও বি এলের মত ফলারের ডিগ্রী স্থির হয়, তা হলে, আমরা তার প্রথম ক্যান্‌ডিডেট্।

রমাপ্রসাদ বাবুর মার সপিণ্ডনের জলপানে আড়ম্বর বিলক্ষণ হয়েছিল—উপচারও উত্তম রকম আহরণ হয়। সহরের জলপান দেখ্‌তে বড় মন্দ নয়; একতো মধ্যাহ্নভোজন বা জলপান রাত্তির দুই প্রহর পর্য্যন্ত ঠেল মারে; তাতে নানা রকম জানওয়ারের একত্র সমাগম। যাঁরা আহার কত্তে বসেন, সে গুলির পা প্রথম ঘোড়ার মত লাল-বাঁধান বোধ হবে, ক্রমে সমীচীনরূপে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে

পারবেন যে, কর্ম্মকর্ত্তা ও ফলারের সঙ্গীদের প্রতি এমনি বিশ্বাস যে, জুতো জোড়াটী খুলে, খেতে বসতে ভরসা হয় না।

শেষে কায়স্থের ভোজ মহাড়ম্বরে সম্পন্ন হলো। কুলীনেরা পর্য্যায় মত রুই মাছের মুড়ো ও মুণ্ডী পেলেন—এক একটা আধবুড়ো আফিমখোর কুলীনের মাছের মুড়ো চিবোনো দেখে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা ভয় পেতে লাগলো। এক এক জনের পাত গো-ভাগাড়কে হারিয়ে দিলে! এই প্রকারে প্রায় পোনের দিন সমারোহের পর রমাপ্রসাদের মার সপিণ্ডনের ধূম চুকলো—হুজুকদারেরা জিরুতে লাগলেন!

যে সকল মহাপুরুষ দলপতিরা সভাস্থ হন নাই, তাঁরা আপনার আপনার দলে ঘোঁট পাড়িয়ে দিলেন—অনেক ভট্টাচার্য্য বিদেয় নিয়ে ফলার মেরে এসেও, শেষে শ্রীশ্রী৺ ধর্ম্মসভায় উমেদারের প্রপৌত্তুরদের দলের দলপতির কাছে গঙ্গাজল ছুঁয়ে শালগেরামের সাম্নে দিব্বি কত্তে লাগলেন যে, তিনি অ্যাদ্দিন সহরে আচেন, কিন্তু রমাপ্রসাদ রায় যে কে, তাও তিনি জানেন না; তিনি শুদ্ধ বাবুকেই জানেন! আর তাঁর ঠাকুর (স্বর্গীয় তর্কবাচস্পতি খুড়ো) মর্‌বার সময়ে বলে গিয়েচেন যে, "ধর্ম্ম অবতার! আপনার মত লোক আর জগতে নাই!" এ সওয়ায় অনেক শূন্য উপাধিধারী হজুরেরা ধরা পড়লেন, গোবর খেলেন, শ্রীবিষ্ণু স্মরণ কল্লেন ও ভুরু কামালেন।

কল্‌কেতার প্রথম বিধবা বিবাহের দিন বালি উতোরপাড়া অম্বিকে ও রাজপুর অঞ্চলের বিস্তর ভট্টাচায্যি সভাস্থ হন—ফলার ও বিদেয় মারেন; তারপর ক্রমে গাঢাকা হতে আরম্ভ হন। অনেকে গোবর খান, অনেকে সভাস্থ হয়েও বলেন, আমি সে দিন শয্যাগত ছিলাম!

যত দিন এই মহাপুরুষদের প্রাদুর্ভাব থাকবে, তত দিন বাঙ্গালীর ভদ্রস্থতা নাই; গোঁসাইরা হাড়ি মুচি ও মুদ্দফরাস নিয়ে বেঁচে আছেন, এই মহাপুরুষরা গোটাকত হতভাগা গোমূর্খ কায়স্থ ব্রাহ্মণ দলপতির জোরে আজও টীকে আছেন; এঁরা এক এক জন হারাম্‌জাদ্‌কী ও বজ্জাতীর প্রতিমূর্ত্তি! এদিকে এমনি সজ্জা গজ্জা করে বেড়ান যে, হঠাৎ কার সাধ্যি অন্তরে প্রবেশ করে—হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয়, অতিনিরীহ ভদ্রলোক; বাস্তবিক সে কেবল ভড়ং ও ভণ্ডামো!

"রসরাজ" ও "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল"!

রমাপ্রসাদ রায়ের মার সপিণ্ডনে সভাস্থ হওয়ায় কোন কোন খানে তুমুল কাণ্ড বেধে উঠ্‌লো—বাবা ছেলের সঙ্গে পৃথক্ হলেন। মামী ভাগ্নেকে ছাঁট্‌লেন—ভাগ্নে মামীর চিরঅন্ন-পালিত হয়েও চিরজন্মের কৃতজ্ঞতায় ছাই দিয়ে, বিলক্ষণ বিপক্ষ হয়ে পড়্‌লেন! আমরা যখন স্কুলে পড়্‌তুম, তখন সহরের এক বড়মানুষ সোনার বেণেদের বাড়ীর শম্ভু বাবু, বলে একজন আমাদের ক্লাসফ্রেণ্ড ছিলেন; একদিন তিনি কথায় কথায় বল্লেন যে, "কাল রাত্রে আমি ভাই আমার স্ত্রীকে বড় ঠাট্টা করেছি, সে আমায় বল্লে তুমি হনূমান্; আমি অমনি ফস্ করে বল্লুম তোর শ্বশুর হনূমান্!" ভাগ্নে বাবুও সেই রকম ঠাট্টা আরম্ভ কল্লেন। 'রসরাজ, কাগজ পুনরায় বেরুলো, খেউড় ও পচালের স্রোত বইতে লাগ্‌লো; এরি দেখাদেখি সংস্কৃত কলেজের একজন কৃতবিদ্য ছোকরা, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও কলেজ-এডুকেশন মাথায় তুলে, 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' নামে 'রসরাজে'র জুড়ি এক পচাল-পোরা কাগজ বার কল্লেন—'রসরাজ' ও 'তেমনি ফলে' লড়াই বেধে গেলো। দুই দলে কৃতাস্ত্র হয়ে ও সেনাসংগ্রহ করে, সমরসাগরে অবতীর্ণ হলেন—স্কুলবয়েরা ভূরি ভূরি নির্ব্বুদ্ধি দলবল সংগ্রহ করে, কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ ঘটনার ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন দলে মিলিত হলেন। দুর্ব্বুদ্ধিপরায়ণ ক্যারাণী, কুটেল ও বাজে লোকেরা সেই কদর্য্য রস পান করবার জন্য কাক, কবন্ধ ও শৃগাল শকুনির মত, রণস্থল জুড়ে রইলো! রসরাজ ও তেমনি ফলের ভয়ানক সংগ্রাম চল্‌তে লাগ্‌লো—'পীর গোরাচাঁদের ম্যালা' 'পরীর জন্ম বিবরণ' 'ঘোড়া ভূত' ও 'ব্রহ্মদৈত্যের কথোপকথন' প্রভৃতি প্রস্তাবে পরিপূর্ণ রসরাজ প্রতিদিন পাঁচ শ, হাজার দু হাজার, কাপি নগদ বিক্রী হতে লাগ্‌লো! কিন্তু 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' মাসে একখানাও ধারে বিক্রী হয় কি না সন্দেহ! 'তিলোত্তমা' ও 'সীতার বনবাসের' খদ্দের নাই! কিছু দিন এই প্রকার লড়াই চলচে, এমন সময়ে গবর্ণমেণ্ট বাদী হয়ে কদর্য্য প্রস্তাব-লিখন অপরাধে রসরাজ সম্পাদকের নামে পুলিসে নালিস কল্লেন; 'যেমন কর্ম্ম' ও পাছে তেমনি ফল পান, এই ভয়ে গা-ঢাকা দিলেন; 'রসরাজের' দোহার ও খুলীরে, মূল গায়েনকে মজলিসে রেখে, 'চাচা আপন বাঁচা' কথাটী স্মরণ করে, মের্দোম ও মন্দিরে ফেলে চম্পট দিলেন। ভাগ্নে বাবু (ওরফে মিত্তির খুড়ো) সফিনের ভয়ে, অন্দর মহলের পাইখানা আশ্রয় কল্লেন—গিরিবর বিদ্যারত্ন চামর ও নূপুর নিয়ে তিন মাসের জন্য হরিণবাড়ী ঢুক্‌লেন। 'পীর গোরাচাঁদের' বাকি গীত সেইখানে গাওয়া হলো। পাতর ভাঙ্গা

হাতুড়ির শব্দ, বেতের পটাং পটাং ও বেড়ীর ঝম্‌ঝমানি মন্দিরে ও মৃদঙ্গের কল্লে—কয়েদীরা বাজে লোক সেজে'পীরের গীত' শুনে মোহিত হয়ে বাহবা ও প্যালা দিলে; 'খেলেন দই রমাকান্ত, বিকারের ব্যালা গোবর্দ্ধন"—যে ভাষা কথা আছে, ভাগ্নে বাবু (ওরফে মিত্তির খুড়ো) ও রসরাজ-সম্পাদককে সেইটীর সার্থকতা হলো; আমরাও ক্রমে বুড়ো হয়ে পড়্‌লেম, চস্‌মা ভিন্ন দেখতে পাইনে।

বুজরুকী।

পাঠক! আমাদের হরিভদ্দর খুড়ো কায়স্থ মুখশ্রী কুলীন, দেড়্‌শ ছিলিম গাঁজা প্রত্যহ জলযোগ হয়ে থাকে। থাকবার নির্দ্দিষ্ট বাড়ী-ঘর নাই, সহরে অবিদ্যা-মহলে অনেকের সঙ্গে আলাপ থাকায় শোবার ও খাবার ভাবনা নাই, বরং আদর করে কেউ "বেয়াই" কেউ "জামাই" বলে ডাকে। আমাদের খুড়ো ফলার মাত্রেই পার ধূলো দেন ও লুচিটে সন্দেশটা বেঁধে আন্‌তেও কসুর করেন না এমন কি, বাগে পেলে চলনসই জুতো-জোড়টাও ছেড়ে আসেন না। বলতে কি, আমাদের হরিভদ্দর খুড়ো এক রকম সবলোট গোছের ভদ্দর লোক। খুড়ো উপস্থিত হয়েই এ কথা সে কথার পর বল্লেন, "আর শুনেছ, আমাদের সিমলে পাড়ায় এক মহাপুরুষ সন্ন্যাসী এসেচেন—তিনি সিদ্ধ, তিনি সোণা তইরি কত্তে পারেন—লোকের মনের কথা গুণে বলেন—পারাভস্ম খাইয়ে সে দিন গঙ্গাতীরে একটা পচা মড়াকে বাঁচিয়েছেন, ভারি বুজরুক!" কিন্তু আমরা করবার কটী সন্ন্যাসীর বুজরুকী ধরেচি, গুটীকত ভূতনামার ভূত উড়িয়ে দিয়েচি, আর আমাদের হাতে একটী জোচ্চোরের জোচ্চুরী বেরিয়ে পড়ে।

যখন হিন্দুধর্ম্ম প্রবল ছিল, লোকে দ্রব্যগুণ কিম্বা ভূততত্ব জান্‌তো না, তখনই এই সকলের মান্য ছিল। আজকাল ইংরেজি লেখা-পড়ার কল্যাণে সে গুড়ে বালি পড়েচে। কিন্তু কল্‌কেতা সহরে না দেখা যায়, এমন জিনিষই নাই; সুতরাং কখন কখন "সোণা-করা" "হীরে-করা" "নিরাহার" "ভূত নাবানো" "চণ্ডসিদ্ধ" প্রভৃতিরা পেটের দায়ে এসে পড়েন, অনেক জায়গায় বুজরুকী ছ্যাখান্‌, শেষ কোথাও না কোথাও ধরা পড়ে বিলক্ষণ শিক্ষা পেয়ে যান।

হোঁসেন খাঁ।

বছর চার পাঁচ হলো, এই সহরে হোঁসেন খাঁ নামে এক মোছলমান বহু কালের পর ঐ রঙ্গে ভয়ানক আড়ম্বরে দেখা দেন—তিনি হজ্‌রত-জিনি-সিদ্ধ; (পাঠক আরব্য উপন্যাসের আলাদিন ও আশ্চর্য্য প্রদীপের কথা স্মরণ করুন্)—যা মনে করেন, সেই জিনিষই জিনি দ্বারা আনাতে পারেন, বাক্সের ভিতর থেকে ঘড়ী, আংটী, টাকা উড়িয়ে দেন, নদীজলে চাবীর থলো ফেলে দিলে জিনিষ দ্বারা তুলে আনান, এই প্রকার নানাপ্রকার অদ্ভুত কর্ম্ম কত্তে পারেন।

ক্রমে সহরে সকলেই হোঁসেন খাঁর কথার আন্দোলন কত্তে লাগ্‌লেন—ইংরেজী কেতার বড় দলে হোঁসেন খাঁর খবর হলো। হোঁসেন খাঁ আজ রাজা বাহাদুরের বাগানে বাক্সর ভিতর থেকে টাকা উড়িয়ে দিলেন, উইল্‌সনের হোটেল থেকে খাবার উড়িয়ে আন্‌লেন, বোতল বোতল শ্যাম্‌পিন. দোনা দোনা গোলাবি খিলি ও দালিম কিস্‌মিস্ প্রভৃতি হরেক রকম খাবার জিনিস উপস্থিত কল্লেন। কাল—রায় বাহাদুরের বাড়ীতে কমলানেবু, বেলফুলের মালা, বরফ ও আচার আন্‌লেন। যাঁরা পরমেশ্বর মান্‌তেন না, তাঁরাও হোঁসেন খাঁকে মান্‌তে লাগ্‌লেন। ভাষায় বলে, "পাথরে পূজিলে পাঁচে পীর হয়ে পড়ে;" ক্রমে হোঁসেন খাঁ বড় বড় কাশ্মীরী উল্লুক ঠকাতে লাগ্‌লেন। অনেক জায়গায় খোরাকি বরাদ্দ হলো। বুজরুকী দেখ্‌বার জন্য দেশদেশান্তর থেকে লোক আস্‌তে লাগ্‌লো—হোঁসেন খাঁর "প্রিমিয়ম্" বেড়ে গেল। জুচ্চুরী চিরকাল চলে না। "দশ দিন চোরের, এক দিন সেধের"; ক্রমে দুই এক জায়গায় হোঁসেন খাঁ ধরা পড়্‌তে লাগ্‌লেন—কোথাও ঠোনাটা, কোথাও কাণমলা; শেষ প্রহার পর্য্যন্ত বাকি রইলো না। যাঁরা তাঁরে পূর্ব্বে দেবতানির্ব্বিশেষে আদর করেছিলেন, তাঁরাও দু এক ঘা দিতে বাকি রাখ্‌লেন না; কিছু দিনের মধ্যেই জিনি-সিদ্ধ হোঁসেন খাঁ পৌত্তলিকের শ্রাদ্ধের দাগাষাঁড়ের অবস্থায় পড়্‌লেন; যাঁরা আদর করে নিয়ে যান, তাঁরাই দাগী করে বাহির করে দেন, শেষে সরকারী অতিথশালা আশ্রয় কল্লেন—হোঁসেন খাঁ জেলে গেলেন! জিনি পাতাল আশ্রয় কল্লেন।

ভূত-নাবানো।

আর একবার যে আমরা ভূতনাবানো দেখেছিলেম, সেও বড় চমৎকার! আমাদের পাড়ায় একজনের বড় ভয়ানক রোগ হয়। শ্যাকরারা বিলক্ষণ সঙ্গতি-

পন্ন, সুতরাং রোগে চিকিৎসা কত্তে ত্রুটি কল্লে না, ইংরেজী ডাক্তার বদ্দি ও হাকিমের ম্যালা করে ফেল্লে; প্রায় তিন বৎসর ধরে চিকিৎসে হলো, কিন্তু রোগের কেউ কিছুই কত্তে পাল্লে না। রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি হচ্চে দেখে বাড়ীর মেয়ে মহলে—তুলসী দেওয়া—কালীঘাটে সস্তেন—কালভৈরবের স্তব-পাঠ—তুক্—তাক্—সাফরিদ্—নারাণ—বালওস্ক—বালসী—শোপুর—মুরপুর ও হালুমপুর প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত জায়গার চন্নামেত্তো ও মালা-মাছলী ধারণ হলো—তারকেশ্বরে হত্যো দিতে লোক গেল—বাড়ীর বড় গিন্নী কালীঘাটে বুক চিরে রক্ত দিতে মাথায় ও হাতে ধুনো পোড়াতে গেলেন—শেষে একজন ভূতচালা আনা হইলো।

ভূতচালার ভূতের ডাক্তারি পর্য্যন্ত করা আছে। আজকাল দু এক বাঙ্গালী ডাক্তার মধ্যে মধ্যে পেশেন্টের বাড়ী ভূত সেজে দেখা দেন—চাদরের বদলে দড়ি ও পেরেক সহিত মশারি গায়ে, কখন বা উলঙ্গ হয়েও আসেন, কেবল মন্ত্রের বদলে চার পাঁচ জন রোজায় ধরাধরি করে আন্‌তে হয়। এঁরা কলকেতা-মেডিকেলকলেজের এজুকেটেড ভূত।

ভূতচালা চণ্ডীমণ্ডপে বাসা পেলেন, ভূত আস্‌বার প্রোগ্রাম স্থির হলো—আজ সন্ধ্যার পরেই ভূত নাব্বেন, পাড়ার দু চার বাড়ীতে খবর দেওয়া হলো—ভূত মনের কথা ও রুগীর ঔষধ বলে দেবে। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গেল, কুঠীওয়ালারা ঘরে ফিল্লেন—বারফট্‌কারা বেরুলেন, বিগ্রহেরা উত্তরাড়ি কায়েতদের মত (দর্শন মাত্র) শেতল খেলেন,'গীর্জ্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে নটা বেজে গেল? গুম করে তোপ পড়্‌লো। ছেলেরা"বোম্‌কালী কল্‌কেতাওয়ালী" বলে হাততালি দে উঠ্‌লো,—ভূতনাবানো আসরে নাব্‌লেন।

আমাদের প্রতিবাসী, ভূতনাবানোর কথা-প্রমাণ ও বাড়ীর গিন্নীদের মুখে শুনে ভূতের আহার জন্য আয়োজন কত্তে ত্রুটি করে নাই; বড়বাজারের সমস্ত উত্তমোত্তম মেঠাই; ক্ষীরের নানারকম পেয় ও লেহ্যরা পদার্পণ কল্লেন। বোধ হয়, আমাদের মত প্রকৃত কলারেরা দশ জনে তাঁদের শেষ কত্তে পারে না; রোজা ও তাঁর দুই চেলায় কি কর্‌বেন! রোজা ঘরে ঢুকে একটী পিঁড়েয় বসে ঘরের ভিতরে সকলের পরিচয় নিতে লাগ্‌লেন—অনেকের আপাদমস্তক ঠাউরে দেখে নিলেন—দুই একজন কলেজ-বয় ও মোটা মোটা লাঠীওয়ালা নিমন্ত্রীতদের প্রতি তাঁর যে বড় ঘৃণা জন্মেছিল, তা তাঁর সে সময়ের চাউনিতেই জানা গেল।

রোজার সঙ্গে দুটী চেলামাত্র,কিন্তু ঘরে প্রায় জন চাল্লিশ ভূত দেখ্‌বার উমেদার উপস্থিত; সুতরাং ভূত প্রথমে আস্‌তে অস্বীকার করেছিলেন। তদুপলক্ষে রোজাও

"কাল ও কৃশ্চানীর, উপলক্ষে একটু বক্তৃতা কোত্তে ভোলেন নাই—শেষে দর্শক-দের প্রগাঢ় ভক্তি ও ঘরের আলো নিবিয়ে অন্ধকার কর্‌বার সম্মতিতে, রোজা ভূত রাজি হলেন—আন্‌তে চেলারা খাবার দাবার সাজানো থালা ঘেঁসে বস্‌লেন,দরজায় হুড়্‌কো পড়্‌লো—আলো নিবিয়ে দেওয়া হলো; রোজা কোশা-কুশী ও আসন নিয়ে শুদ্ধাচারে ভূত ডাক্‌তে বস্‌লেন। আমরা ভূতের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে—বারোইয়ারির গুদমজাৎ সংগুলির মত অন্ধকারে বসে রইলেম!

পাঠক! আপনার স্মরণ থাক্‌তে পারে, আমরা পূর্ব্বেই বলেচি যে, আমাদের ঠাকুরমা ভূত ও পেত্‌নীর ভয়-নিবারণের জন্য একটী ছোট জয়ঢাকের মত মাদুলীতে ভূকৈলেসের মহাপুরুষের পায়ের ধূলো পূরে আমাদের গলায় ঝুলিয়ে দেন, তা সওয়ায় আমাদের গলায় গুটী বারো রকমারি পদক ও মাদুলী ছিল, দুটী বাঘের নখ ছিল, আর কুমীরের দাঁত, মাছের আঁশ ও গণ্ডারের চাম্‌ড়াও কোমরের গোটে সাবধানে রাখা হয়েছিল। আর হাতে একখানা বাজুর মত কবচ ও তারকেশ্বরের উদ্দেশে সোণার তাগা বাঁধা ছিল। খুব ছেলেবেলা আমাদের একবার বড় ব্যায়রাম হয়, তাতেই আমাদের পায়ে চোরের সিঁধের বেড়ী পরিয়ে দেওয়া হয় ও মাথায় পঞ্চানন্দের একটী জট্‌ থাকে; জটটী তেল ও ধূলোতে জড়িয়ে গিয়ে রামছাগলের গলার ঝুম্‌ড়ীর মত ঝুল্‌তো। কিন্তু আমরা স্কুলের অবস্থাতেই অল্পবয়সে অ্যাম্‌বিশনের দাস হয়ে ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে একখানা ছাবান হেডিংওয়ালা কাগজে নাম সই করি; তাতেই শুন্‌লেম যে, আমাদের ব্রাহ্ম হওয়া হলো। সুতরাং তারই কিছু পূর্ব্বে স্কুলের পণ্ডিতের মুখে মহাপুরুষের দুর্দ্দশা শুনে পূর্ব্বোক্ত কবচ মাদুলী প্রভৃতি খুলে ফেলেছিলেম। আজ সেইগুলি আবার স্মরণ হলো, মনে কল্লেম, যদি ভূত নাবানো সত্যই হয়, তা হলে সেগুলি পোরে আস্‌তে পাল্লে ভূতে কিছু কত্তে পারবে না। এই বিবেচনা করে, সেইগুলির তত্ত্ব কল্লেম, কিন্তু পাওয়া গেল না—সেগুলি আমাদের পৌত্তুরের ভাতের সময়ে একটা চাকর চুরি করে; চুরিটী ধরবার জন্য চেষ্টারও ত্রুটি হয় নি। গিন্নী শনিবারে একটা সুপুরি, পয়সা ও সওয়া কুনকে চেলের মুদো বাঁধেন; ক্ষেপী বলে আমাদের এক বুড়ী দাসী ছিল, সে সেই মুদোটী নে জানের বাড়ী যায়, জান গুণে বলে দেয় যে "চোর বাড়ীর লোক, বড় কালও নয় বড় সুন্দরও নয়,একহারা,মাজারি গোঁফ, মাথায় টাক থাক্‌তেও পারে—না থাক্‌তেও পারে"জানের গোণাতে আমাদের চাকরটীকেই বোঝায়, সুতরাং চাকরকেই চোর স্থির করে ছাড়িয়ে দেওয়া যায়। সুতরাং সে মাদুলি গুলি পাওয়া গেল না, বরং ভূতের ভয় বেড়ে উঠ্‌লো!

ব্রাহ্ম হলেও যে ভূতে ধর্‌বে না, এটীরও নিশ্চয় নাই। সে দিন কল্‌কেতার ব্রাহ্ম সমাজের একজন ডাইরেক্টরের স্ত্রীকে ডাইনে পায়—নানা দেশদেশান্তর থেকে রোজা আনিয়ে কত ঝাড়ান; সরষেপড়া, জলপড়া ও লঙ্কাপড়া দিতে ভাল হয়। অনেক ব্রাহ্মের বাড়ীতে ভূতচতুর্দ্দশীর প্রদীপ দিতে দেখা যায়!

এ দিকে রোজা খানিকক্ষণ ডাকৃতে ডাকৃতে ভূতের আস্‌বার পূর্ব্বলক্ষণ হতে লাগ্‌লো। গোহাড়, ঢিল. ইট ও ছুতো হাঁড়ি বাড়ীর চতুর্দ্দিকে পড়্‌তে লাগ্‌লো। খানিকক্ষণ এই রকম ভূমিকার পর মড়াস করে একটা শব্দ হলো; ভূতের বস্‌বার জন্য ঘরের ভিতর যে পিঁড়েখানা রাখা হয়েছিল, শব্দে বোধ হলো, সেইখানি চুচীর হয়ে ভেঙ্গে গেল—রোজা সভয়ে বলে উঠ্‌লেন—শ্রীযুত এসেচেন।

আমরা ছেলেবেলা আমাদের বুড়ো ঠাকুরমার কাছে শুনেছিলেম যে, ভূতে ও পেত্নীতে খোঁনা কথা কয়, সেটী আমাদের সংস্কারবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল; আজ তার পরীক্ষা হলো। ভূত পিঁড়ে ফাটিয়েই খোঁনা কথা কইতে লাগ্‌লেন, প্রথমে এসেই কলেজ-বয়দের দলের দুই একজনের নাম ধরে ডাক্‌লেন, তাদের নাস্তিক ও কৃশ্চান বলে ডাক্ দিলেন। শেষে ভূততত্ত্ব নিবন্ধন ঘাড় ভাঙ্গবার ভয় পর্য্যন্ত দেখাতে ত্রুটি করেন নাই। ভূতের খোঁনা কথা ও অপরিচিতের নাম বলাতেই, বাড়ীর কর্ত্তা বড় ভয় পেলেন, জোড় হাত করে (অন্ধকারে জোড় হাত দেখা অসম্ভব, কিন্তু ভূত অন্ধকারে দিব্বি দেখ্‌তে পান, সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তা অন্ধকারেও জোড় হস্তে কথা কয়েছিলেন, এ আমাদের কেবল ভাবে বোধ হলো) ক্ষমা চাই-লেন, কিন্তু ভূত সর মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌সের মত যা ধরেন, তার সমূলচ্ছেদ না করে ছাড়েন না। সুতরাং আমাদের ও বুড়ো বুড়ো দর্শক ও বাড়ীওয়ালার অনেক সাধ্য-সাধনার পর ভূত মহোদয় ষষ্টিবাঁটায় আগত নূতন জামাইয়ের মত, যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ কত্তে সম্মত হলেন, আমরাও পালাবার পথ আঁচ্‌তে লাগ্‌লেম!

লুচির চট্‌কানো ও চিবোনোর চপর চপর ও সাপ্‌টা ফলারের হাপুর হুপুর শব্দ থাম্‌তে আধ ঘণ্টা লাগ্‌লো, শেষে ভূত জলযোগ করে গাঁজা ও তামাক খাচ্চেন, এমন সময়ে পাশ থেকে ওলাউঠো-রুগীর বমির ভূমিকার মত উকীর শব্দ শোনা যেতে লাগ্‌লো। ক্রমে উকীর চোটে ভূতের বাক্‌রোধ হয়ে পড়্‌লো—বমি! হড় হড় করে বমি! গৃহস্থ মনে কল্লেন, ভূত মহাশয় বুঝি বমি কচ্চেন; সুতরাং তাড়াতাড়ি আলো জালিয়ে আনালেন। শেষে দেখি কি চেলা ও রোজা খোদাই বমি কচ্চেন, ভূত সরে গেচেন। আমরা পূর্ব্বে শুনিনে যে, গেরস্তর অগোচরে মেডিকেল কলে-জের একজন ছোকরা ভূতের জন্য সংগৃহীত উপচারে টারটামেটিক্ মিশিয়ে দিয়ে-

ছিলেন; রোজা ও চেলারা তাই প্রসাদ পাওয়াতেই তাঁদের এই দুর্দ্দশা; সুতরাং ভূতনাবানোর উপর আমাদের যে ভক্তি ছিল, সেটুকু উবে গেল! সুতরাং শেষে আমরা এই স্থির কল্লেম যে, ইংরেজি ভূতেদের কাছে দেশী ভূত খবরে আসে না।

এ সওয়ায় আমরা আরও দু চার জায়গায় ভূতনাবানো দেখেছি, পাঠকেরাও বিস্তর দেখেচেন, সুতরাং সে সকল এখানে উত্থাপন করা অনাবশ্যক; 'ভূত-নাবানো' ও 'হোঁসেন খাঁ' কেবল জুচ্চুরি ও হুজুকের আনুষঙ্গিক বলেই আমরা উল্লেখ কল্লেম।

নাক-কাটা বঙ্ক।

হরিভদ্দর খুড়োর কথামত—এ সকল প্রলয় জুয়াচুরী জেনেও আমরা এক দিন সন্ধ্যার পর সিম্‌লে পাড়ার বঙ্কবেহারি বাবুর বাড়ীতে গেলুম। বেহারি বাবু উকীলের বাড়ীর হেড ক্যারাণী—আপনার বুদ্ধি ও কৌশল-বলেই বাড়ী ঘর-দোর ও বিষয়-আশয় বানিয়ে নিয়েচেন; বারো মাস ঘাঁতে ঘোঁতে ফেরেন—যে রকমে হোক্, কিছু আদায় করাই উদ্দেশ্য!

বঙ্কবেহারি বাবু ছেলে-বেলায় মাতামহের অন্নেই প্রতিপালিত হতেন, সুতরাং তাঁর লেখাপড়া ও শারীরিক তদ্বিরে বিলক্ষণ গাফিলী হয়। একদিন মামার বাড়ী খেলা কত্তে কত্তে তিনি পাত্‌কোর ভিতর পড়ে যান,—তাতে নাক্‌টী কেটে যায়, সুতরাং সেই অবধি সমবয়সীরা আদর করে, "নাক্‌কাটা বঙ্কবেহারি" বলেই তাঁরে ডাক্‌তো; শেষে উকীল-বাড়ীতেও তিনি ঐ নামে বিখ্যাত হয়ে পড়েন। বঙ্কবেহারি বাবুরা তিন ভাই, তিনি মধ্যম; তাঁর দাদা সেলরদের দালালী করেন, ছোট ভাইয়ের পাইকেরের দোকান ছিল। তিন ভায়েই কাঁচা পয়সা রোজগার করেন, জীবিকাগুলিও রকমারী বটে! সুতরাং নানাপ্রকার বদমায়েস পাল্লায় থাক্‌বে, বড় বিচিত্র নয়—অল্প দিনের মধ্যেই বঙ্কবেহারি বাবুরা সিম্‌লের এক ঘর বিখ্যাত লোক হয়ে উঠ্‌লেন। হঠাৎ কিছু সঙ্গতি হলে, লোকের মেজাজ যেরূপ গরম হয়ে ওঠে, তা পাঠক বুঝ্‌তে পারেন; (বিশেষতঃ আপনাদের মধ্যেও কোন্ দুই একজন বঙ্কবেহারি বাবুর অবস্থার লোক না হবেন।) ক্রমে বঙ্কবেহারি বাবু ভদ্রলোকের পক্ষে প্রকৃত জোলাপ হয়ে পড়্‌লেন।

হাইকোর্টের অ্যাটর্নীর বাড়ীর প্যায়দা ও মালী পর্য্যন্ত সকলেই আইনবাজ হয়ে থাকে; সুতরাং বঙ্কবেহারি বাবু যে তুখোড় আইনবাজ হবেন, তা পূর্ব্বেই জানা

গিয়েছিল—আইন আদালতের পরামর্শ, জাল জালিয়াতের তালিম, ইকুটীর খোঁচ ও কমন্‌লার প্যাচে—বঙ্কবেহারি বাবু দ্বিতীয় শুভঙ্কর হলেন। ভদ্দর লোকমাত্রকেই তাঁর নামে ভয় পেতে হয়; তিনি আকাশে ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরে দিতে পারেন, হয়কে নয় করেন, নয়কে হয় করেন; এমন কি টেকচাঁদ ঠাকুরের ঠক্ চাচাও তাঁর কাছে পরামর্শ ন্যান।

আমরা সন্ধ্যার পরে বঙ্কবেহারি বাবুর বাড়ীতে পৌছিলেম। আমাদের বুড়ো রামঘোড়াটী মধ্যে মধ্যে বাতশ্লেষ্মার জ্বর হয়, সুতরাং আমরা গাড়ী চড়ে যেতে পারি নাই; রাস্তা হতে একজন ঝাঁকামুটে ডেকে তার ঝাঁকায় বসেই যাই, তাতে গাড়ীর চেয়ে কিছু বিলম্ব হতে পারে। কিন্তু ঝাঁকা মুটে অপেক্ষা পাহারাওয়ালা-দের ঝোলায় যাওয়ায় আরাম আছে। দুঃখের বিষয় এই যে, সেটী সব সময়ে ঘটে না। পাঠকেরা অনুগ্রহ করে যদি, ঐ ঝোলায় একবার সোয়ার হন্, তা হলে জন্মে আর গাড়ী পাল্কী চড়্‌তে ইচ্ছা হবে না; যাঁরা চড়েচেন, তাঁরাই এর আরাম জানেন —যেন স্প্রাংওয়ালা কৌচ!

আমরা বঙ্কবেহারি বাবুর বাড়ীতে আরও অনেকগুলি ভদ্রলোককে দেখ্‌তে পেলেম, তাঁরাও "সোণা করার" বুজরুকী দেখ্‌তে সভাস্থ হয়েছিলেন। ক্রমে সক-লের পরস্পর আলাপ ও কথাবার্ত্তা থাম্‌লে সন্ন্যাসী যে ঘরে ছিলেন, আমাদেরও সেই ঘরে যাবার অনুমতি হলো। সেই ঘরটী বঙ্ক বাবুর বৈঠকখানার লাগাও ছিল, সুতরাং আমরা শুধু পায়েই ঢুকলেম্। ঘরটী চারকোণা সমান; মধ্যে সন্ন্যাসী বাগ্‌ছাল বিছিয়ে বসেচেন; সাম্নে একটী ত্রিশূল পোঁতা হয়েচে, পিতলের বাঘের উপর চড়া মহাদেব ও এক বাণলিঙ্গ শিব সাম্‌নে শোভা পাচ্চেন; পাশে গাঁজার হুঁকো—সিদ্ধির ঝুলি ও আগুনের মাল্‌সা। সন্ন্যাসীর পেছনে দুজন চেলা বসে গাঁজা খাচ্চে, তার কিছু অন্তরে একটা হাপর, জাঁতা, হাতুড়ি ও হামান্‌দিস্তে পড়ে রয়েচে—তারাই সোণা তইরির বাহ্যিক আড়ম্বর।

আমাদের মধ্যে অনেকে, সন্ন্যাসীকে দেখে ভক্তি ও শ্রদ্ধার আধার হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন; অনেকে নিম্‌গাছের ঘাড় নোয়ালে, কেউ কেউ আমাদের মত গুরুমশায়ের পাঠশালের ছেলেদের ন্যায় গণ্ডায় এণ্ডায় সায় দিয়ে গোলে হরি-বোলে সাল্লেন—শেষে সন্ন্যাসী ঘাড় নেড়ে সকলকেই বস্‌তে বল্লেন।

যে মহাপুরুষদের কৌশলে হিন্দুধর্ম্মের জন্মই হয়, তাঁরাই ধন্য! এই কন্ধকাটা! এই ব্রহ্মদত্তি! এই রক্তদন্তী কালী—শেতলা! ছেলেদের কথা দূরে থাকুক, বুড়ো মিন্সেদেরও ভয় পাইয়ে দেয়। সন্ন্যাসী যে রকম সজ্জা-গজ্জা করে বসেছিলেন,

তাতে মানুন্ বা নাই মানুন, হিন্দুসন্তান মাত্রকেই শিউরাতে হয়েছিল! হায়! কালের কি মহিমা—সে দিন যার পিতামহ যে পাথরকে ঈশ্বরজ্ঞানে প্রণাম করেচে—মুক্তির অনন্যগতি জেনে ভক্তি করেচে, আজ তার পৌত্তুর সেই পাথরের ওপোর পা তুল্‌তে শঙ্কিত হচ্চে না। রে বিশ্বাস! তোর অসাধ্য কর্ম্ম নাই! যার দাস হয়ে একজনকে প্রাণ সমর্পণ করা যায়, আবার তারই কথায় তারে চিরশত্রু বিবেচনা হয়, এর বাড়া আর আশ্চর্য্য কি! কোন্ ধর্ম্ম সত্য? কিসে ঈশ্বর পাওয়া যায়? তা কে বল্‌তে পারে? সুতরাং পূর্ব্বে যারা ঘোরনাদী বজ্র, জল, মাটী ও পাথরকে ঈশ্বর বলে পূজে গেচে, তারা নরকে যাবে আর আমরা কি বুধবারে ঘণ্টাখানেকর জন্য চক্ষু বুজে ঘাড় নেড়ে কান্না ও গাওনা শুনে, স্বর্গে যাব—তারই বা প্রমাণ কি? সহস্র সহস্র বৎসরে শত শত তত্ত্ববিৎ ও প্রকৃতিজ্ঞ জ্ঞানীরা যাঁরে পাবার উপায় অবধারণে অসমর্থ হলো, আমরা যে সামান্য হীনবুদ্ধি হয়ে তাঁর অনুগৃহীত বলে অহঙ্কার ও অভিমান করি, সে কতটা নির্ব্বুদ্ধির কর্ম্ম! ব্রহ্মজ্ঞানী যেমন পৌত্তলিক, কৃশ্চান ও মোসলমানদের অপদার্থ ও অসার বলে জানেন, তাঁরাও ব্রাহ্মদের পাগল ও ভণ্ড বলে স্থির করেন। আজকাল যেথানে যে ধর্ম্মে রাজমুকুট নত হয়, সেথানে সেই ধর্ম্মই প্রবল। কালের অব্যর্থ নিয়মে প্রতিদিন সংসারের পরিবর্ত্তন হচ্চে; ধর্ম্ম, সমাজ, রীতি ও নিয়মও এড়াচ্চে না। যে রামমোহন রায় বেদকে মান্য করে তার সূত্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের শরীর নির্ম্মাণ করেচেন, আজ একশ বছরও হয় নাই, এরই মধ্যে তাঁর শিষ্যেরা সেটী অস্বীকার করেন—ক্রমে কৃশ্চানীর ভড়ং ব্রাহ্মধর্ম্মের অলঙ্কার করে তুলেচেন—আরও কি হয়! এই সকল দেখে শুনেই বুঝি কতকগুলি ভদ্রলোক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না! যদি পরমেশ্বরের কিছুমাত্র বিষয়জ্ঞান থাক্‌তো, তা হলে সাধ করে 'ঘোড়ার ডিম' ও 'আকাশকুসুমে'র দলে গণ্য হতেন না। সুতরাং একদিন আমরা তাঁরে একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন পাড়াগেঁয়ে জমিদার বলে ডাক্‌তে পারি।

সন্ন্যাসী আমাদের বস্‌তে বলে অন্য কথা তোল্‌বার উপক্রম কচ্চেন, এমন সময়ে বঙ্কবেহারী বাবু এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন—সে দিন বঙ্কবেহারী বাবু মাথায় একটী জরীর কাবুলী তাজ, গায়ে লাল গাজের একটী পিরাহান, "বেঁচে থাকুক বিদ্দেসাগর চিরজীবী হয়ে" পেড়ে শান্তিপুরের ধূতি ও ডুরে উড়ুনী মাত্র ব্যবহার করেছিলেন, আর হাতে একখানি লাল রঙ্গের রুমাল ছিল—তাতে রিং-সমেত গুটীকত চাবী ঝুল্‌ছিল।

বঙ্কবেহারী বাবুর ভূমিকা, মিষ্ট আলাপ, নমস্কার ও শেকহ্যাণ্ড চুকুলে পর,

তাঁর দাদা সন্ন্যাসীকে হিন্দিতে বুঝিয়ে বল্লেন যে, এই সকল ভদ্দর লোকেরা আপনার বুজরুকী ও ক্যারমিত দেখ্‌তে এসেচেন; প্রার্থনা—অবকাশমত দুই একটা জাহীর করেন—তাতে সন্ন্যাসীও কিছু কষ্টের পর রাজী হলেন। ক্রমে বুজরুকীর উপক্রমণিকা আরম্ভ হলো, বঙ্কবেহারী বাবু প্রোগ্রাম স্থির কল্লেন; কিছুক্ষণ দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রথমে ঘটের উপর থেকে জবাফুল তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠ্‌লো। ঘটের উপর থেকে জবাফুল বর্ষাকালের কককটে ব্যাঙের মত থপাস্ করে লাফিয়ে উঠ্‌লো; সন্ন্যাসী তার ২হাত তফাতে বসে রয়েচেন—এ দেখ্‌লে হঠাৎ বিস্মিত হতেই হয়। সুতরাং ঘরশুদ্ধ লোক খানিকক্ষণ অবাক্ হয়ে রইলেন—সন্ন্যাসীর গম্ভীরতা ও দর্পভরা মুকখানি ততই অহঙ্কারে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো! এমন সময়ে একজন চেলা এক বোতল মদ এনে উপস্থিত কল্লে—মদ দুধ হয়ে যাবে। পাছে ডবল বোতল বা অন্য কোন জিনিষ বলে দর্শকদের সন্দেহ হয়, তার জন্য সন্ন্যাসী একখানি নতুন সরায় সেই বোতলের সমুদায় মদটুকু ঢেলে ফেল্লেন, ঘর মদের গন্ধে তর্‌র্ হয়ে গ্যালো—সকলেরই স্থির বিশ্বাস হলো, এ মদ বটে।

সন্ন্যাসী নতুন সরায় মদ ঢেলেই একটী হুঙ্কার ছাড়্‌লেন; ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা আঁৎকে উঠ্‌লো, বুড়োদের বুক গুর্ গুর্ কত্তে লাগ্‌লো; একজন চেলা নিকটে এসে জিজ্ঞাসা কল্লে, "গুরু! এ কটোরেমে ক্যা হ্যায়?" সন্ন্যাসী, "দুধ হো বেটা!" বলে, তাতে এক কুশী জল ফেল্‌বামাত্র সরার মদ দুধের মত সাদা হয়ে গেল—আমরাও দেখে শুনে গাধা বনে গেলুম। এই রকম নানা প্রকার বুজরুকী ও কার্দানী প্রকাশ হতে হতে রাত্রি এগারোটা বেজে গেল; সুতরাং সকলের সম্মতিতে বঙ্ক বাবুর প্রস্তাবে সে রাত্রের মত বেদব্যাসের বিশ্রাম হলো; আমরা রামরকমের একটী প্রণাম দিয়ে, একটী উল্লূক হয়ে, বাড়ীতে এলেম। একে ক্ষুধাও বিলক্ষণ হয়েছিল, তাতে আমাদের বাহন ঝাঁকা-মুটেটা যে রাৎকাণা, তা পূর্ব্বে বলে নাই; সুতরাং তার হাত ধরে গুটী গুটী করে আধ ক্রোশ পথ উজোন ঠেলে, তাকে কাঠের দোকানে পৌছে রেখে, তবে বাড়ী যাই। দুঃখের বিষয়, আবার সে রাত্রে বেরালে আমাদের খাবার-গুলি সব খেয়ে গিয়েছিল; দোকানগুলিও বন্ধ হয়ে গেছিল। সুতরাং ক্ষুধায় ও পথের কষ্টে আমরা হতভোম্বা হয়ে, সে রাত্রি অতিবাহিত করি!

আমরা পূর্ব্বেই বলে এসেচি, "দশ দিন চোরের এক দিন সেধের"। ক্রমে অনেকেই বঙ্ক বাবুর বাড়ীর সন্ন্যাসীর কথা আন্দোলন কত্তে লাগ্‌লেন, শেষে এক দিন আমরা সন্ন্যাসীর জুচ্চুরি ধত্তে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে, বঙ্ক বাবুর বাড়ীতে গেলেম।

পূর্ব্বদিনের মত জবাফুল তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠ্‌লো, এমন সময়ে মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা ক্লাশের একজন ছাত্র লাফিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীর হাত ধরে ফেল্লেন। শেষে হুড়োমুড়িতে বেরুলো জবাফুলটী ঘোড়ার বালুঞ্চি দিয়ে, তাঁর নখের সঙ্গে লাগান ছিল!

সংসারের গতিই এই! একবার অনর্থের একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র বেরুলে, ক্রমে বহুলীভূত হয়ে পড়ে। বালুঞ্চি-বাঁধা জবাফুল ধরা পড়্‌তেই, সকলেই একত্র হয়ে সন্ন্যাসীর তোব্‌ড়া-তুব্‌ড়ির খানা-তাল্লাসী কত্তে লাগ্‌লেন; একজন ঘূর্ত্তে ঘূর্ত্তে ঘরের কোণ থেকে একটা মরা পাঁটা বাহির কল্লেন। সন্ন্যাসী একদিন ছাগল কেটে প্রাণ-দান দেন, সেই কাটা ছাগলটী সরাতে না পেরে, ঘরের কোণেই (ফ্লোরওয়ালা মেজে নয়) পুতে রেখেছিলেন; তাড়াতাড়িতে বেমালুম করে মাটী চাপাতে পারেন নাই; পাঁটার একটী সিং বেরিয়েছিল—সুতরাং একজনের পায়ে ঠাকাতেই অনুসন্ধানে বেরুলো; সন্ন্যাসী আমাদের সাক্ষাতে যে মদকে দুধ করেছিলেন, সে দিন তারও জাঁক্ ভেঙ্গে গেল; সেই মজলিসের একজন সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বল্লেন যে, আমেরিকান রম (মার্কিণ আনীস) নামক মদে জল দেবা মাত্র সাদা দুধের মত হয়ে যায়। এই রকম ধর্‌-পাকড়ের পর বঙ্কবেহারী বাবুও সন্ন্যাসীকে অপ্রস্তুত করেন। আমরা রৈ রৈ শব্দে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলেম; হরিভদ্দর খুড়ো সন্ন্যাসীর পেতলের শিবটী কেড়ে নিলেন; সেটী বিক্রী করে নেপালে চরস কেনেন ও তাঁরও সেইদিন থেকে এই রকম বুজরুক সন্ন্যাসীদের উপর অশ্রদ্ধা হয়।

পূর্ব্বে এই সকল অদৃষ্টচর ব্যাপারের যে রকম প্রাদুর্ভাব ছিল, এখন তার অংশে আধগুণও নাই। আমরা সহরে কদিন কটা উর্দ্ধবাহু, কটা অবধূত দেখ্‌তে পাই? ক্রমে হিন্দু ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে এ সকল জুয়াচ্চুরিরও লাঘব হয়ে আসচে; ক্রেতা ও লাভ ভিন্ন কোন ব্যবসাই স্থায়ী হয় না; সুতরাং উৎসাহদাতা বিরহেই এই সকল ধর্ম্মানুষঙ্গিক প্রবঞ্চনা উঠে যাবে। কিন্তু কল্‌কেতা সহরের এমনি প্রসবক্ষমতা যে, এখনও এমন এক একটী মহাপুরুষের জন্ম দিচ্ছেন যে, তাঁরা যাতে এই সকল বদমায়িসী চিরদিন থাকে, যাতে হিন্দুধর্ম্মের ভড়ং ও ভণ্ডামোর প্রাদুর্ভাব বাড়ে, সহস্র সৎকার্য্য পায়ের নীচে ফেলে তার জন্যই শশব্যস্ত! এক জনেরা তিন ভাই ছিল, কিন্তু তিনটীই পাগল; একদিন বড় ভাই তার মাকে বলে যে, "মা! তোমার গর্ত্তটী দ্বিতীয় পাগলা গারদ!" সেই রকম একদিন আমরাও কল্‌কেতা সহরকে "রত্নগর্ত্তা" বলেও ডাকৃতে পারি—কল্‌কেতার কি বড়মানুষ, কি মধ্যাবস্থ

এক একজন এক একটী রত্ন! এই দৃষ্টান্তে আমরা বাবু পদ্মলোচনকে মজ্‌লিসে হাজির কল্লেম।

(বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে)

হঠাৎ অবতার।

বাবু পদ্মলোচন ওরফে হঠাৎ অবতার ১১১২ সালে তাঁর মাতামহ নাউপাড়া-মুমুলীর মিত্তিরদের বাড়ী জন্মগ্রহণ করেন। নাউপাড়ামুমুলী গ্রামখানি মন্দ নয়, অনেক কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের বাস আছে; গাঁয়ের জমিদার মজফ্‌ফর খাঁ, মোছলমান হয়েও গরু জবাই প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে বিরত ছিলেন। মোল্লা ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই সমান দেখ্‌তেন—মানীর মান রাখ্‌তেন ও লোকের খাতির ও সেলামাস্কীর গুণা কত্তেন না; ফারসীতে তিনি বড় লায়েক ছিলেন, বাঙ্গলা ও উর্দ্দুতেও তাঁর দখল ছিল। মজফ্‌ফর খাঁ গাঁয়ের জমিদার ছিলেন বটে, কিন্তু ধোপা-নাপিত বন্ধ করা, হুঁকা মারা, ঢ্যালা ফ্যালা, বিয়ে ও গ্রাম ভাটীর হুকুম হাকাম ও নিষ্পত্তি করার ভার মিত্তির বাবুদের উপরই দেওয়া হয়। পূর্ব্বে মিত্তির বাবুদের বড় জল্‌জলাট ছিল, মধ্যে পরিবারের অনেকে মরে যাওয়ায় ভাগাভাগী ও বহু গোষ্ঠী নিবন্ধন কিঞ্চিৎ দৈন্যদশায় পড়্‌তে হয়েছিল; কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা নিঃস্ব হলেও গ্রামস্থ লোকেদের কাছে মানের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয়নি।

পদ্মলোচনের জন্মদিনটী সামান্য লোকের জন্মদিনের মত অমনি যায়নি; সে দিন—হঠাৎ মেঘাড়ম্বর করে সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়—একটা সাপ আঁতুড়-ঘরের দরজায় সমস্ত রাত্রি বসে ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ করে, আর বাড়ীর একটী পোষা টিয়ে পাখী হঠাৎ মরে গিয়ে দাঁড়ে ঝুলে থাকে। পদ্মলোচনের পিতামহী এ সকল লক্ষণ শুভ নিমিত্ত বিবেচনা করে, বড়ই খুসী হয়ে আপনার পরবার একখানি লালপেড়ে সাড়ী ধাইকে বক্সিস্ দেন। অভ্যাগত ঢুলি ও বাজন্দরেরাও একটী সিকি আর এক হাঁড়ি নারকেল লাড়ু পেয়েছিল! ক্রমে মহা আনন্দে আটকৌড়ে সারা হলো, গাঁয়ের ছেলেরা "আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে আছে ভাল, ছেলের বাবার দাড়িতে বসে হাগ" বলে, কুলো বাজিয়ে আটকড়াই, বাতাসা ও এক এক চক্‌চকে পয়সা নিয়ে, আনন্দে বিদেয় হলো। গোভাগাড় থেকে একটা মরা গরুর মাথা কুড়িয়ে এনে আঁতুড়ঘরের দরজায় রেখে 'দোরষষ্ঠী' বলে হলুদ-দূর্ব্বো দিয়ে পুজো

করা হলো। ক্রমে ২১ দিন সম্পূর্ণ হলে গাঁয়ের পঞ্চানন্দতলায় ষষ্ঠীর পূজো দিয়ে, আঁতুর ওঠানো হয়।

ক্রমে পদ্মলোচন শুক্লতিথিগত চাঁদের মতন বাড়্‌তে লাগ্‌লেন। গুলি দাণ্ডা, কপাটীকপাটি, চোর চোর, তেলি হাত পিছ্‌লে গেলি প্রভৃতি খ্যালায় পদ্মলোচন প্রসিদ্ধ হয়ে পড়্‌লেন। পাঁচবছরে হাতে খড়ি হলো, গুরু মহাশয়ের ভয়ে পদ্মলোচন পুকুর পাড়, নলবন ও বাঁশবাগানে লুকিয়ে থাকেন; পেটকাম্‌ড়ানি ও গা বমি বমি প্রভৃতি অন্তঃশিলে রোগেরও অভাব রইলো না। ক্রমে কিছুদিন এই রকমে যায়, একদিন পদ্মলোচনের বাপ মলেন, তাঁর মা আগুন খেয়ে গেলেন। ক্রমে মাতামহ, মামা ও মামাতো ভেয়েরাও একে একে অকালে ও সময়ে মল্লেন; সুতরাং মাতামহ মিত্তিরদের ভিটে পুরুষশূন্যপ্রায় হলো। জমিজমাগুলি সর্ব্বগ্রাসী জমিদারে কতক গিলে ফেল্লে, কতক খাজনা না দেওয়ায় বিকিয়ে গেল; সুতরাং পদ্মলোচনকে অতি অল্পবয়সে পেটের জন্যে অদৃষ্ট ও হাতযশের উপর নির্ভর কত্তে হলো। পদ্মলোচন কল্‌কেতায় এসে এক বাসাড়েদের বাসায় পেটভাতে ফাইফরমাস, কাপড় কোঁচানো ও লুচি ভাজা প্রভৃতি কর্ম্মে ভর্ত্তি হলেন—অবকাশমত হাতটাও পাকান হবে—বিশেষতঃ কুঠেলরা লেখা পড়া শেখাবেন, প্রতিশ্রুত হলেন!

পদ্মলোচন কিছু কাল ঐ নিয়মে বাসাড়েদের মনোরঞ্জন কত্তে লাগ্‌লেন, ক্রমে দু এক বাবুর অনুগ্রহ-প্রাপ্তির প্রত্যাশায় মাথালো মাথালো জায়গায় উমেদারি আরম্ভ কল্লেন। সহরের যে বড়মানুষের বৈঠকখানায় যাবেন, প্রায় সর্ব্বত্রই লোকারণ্য দেখ্‌তে পাবেন; যদি ভিতরকার খবর জান, তা হলে পাওনাদার, মহাজন, উঠ্‌নোওয়ালা, দোকানদার, উমেদার, আইবুড়ো ও বেকার কুলীনের ছেলে বিস্তর দেখ্‌তে পাবেন—পদ্মলোচনও সেই ভিড়ের মধ্যে একটী বাড়্‌লেন; ক্রমে অষ্টপ্রহর ঘন্টার গড়্‌রের মত উমেদারিতে অনবরত এক বৎসর হাঁটাহাঁটী ও হাজিরের পর দু চারখানা সই-সুপারিস্‌ও হস্তগত হলো; শেষে এক সদয়হৃদয় মুচ্ছুদ্দী আপনার হউসে একটী ওজোন-সরকারী কর্ম্ম দিলেন।

পদ্মলোচন, কষ্টভোগের একশেষ কর্য়েছিলেন; ভদ্রলোকের ছেলে হয়েও তাঁকে কাপড় কোঁচান, লুচি ভাজা, বাজার করা, জল তোলা প্রভৃতি অপকৃষ্ট কাজ স্বীকার কত্তে হয়েছিল, ক্রমশঃ লুচি ভাজ্‌তে ভাজ্‌তে ক্রমে লুচি ভাজায় তিনি এমনি তইরি হয়ে উঠ্‌লেন যে, তাঁর মত লুচি অনেক মেঠাইওয়ালা বামুনেও ভাজ্‌তে পাত্তো না। বাসাড়েরা খুসী হয়ে তাঁরে 'মেকর' খেতাব দেয়; সুতরাং সেই দিন থেকে তিনি 'মেকর পদ্মলোচন দত্ত' নামে বিখ্যাত হলেন।

ভাষা কথায় বলে, "যখন যার কপাল ধরে—যখন পক্ক্‌তা পড়্‌তে আরম্ভ হয়, তখন ছাইমুটো ধল্লে সোণামুটো হয়ে যায়।" ক্রমে পদ্মলোচন দত্তের শুভাদৃষ্ট ফল্‌তে আরম্ভ হলো, মুচ্ছুদ্দী অনুগ্রহ করে শিপ্‌সরকারী কর্ম্ম দিলেন। সাহেবেরাও দত্তজার চালাকী ও কাজের হুঁসিয়ারিতে সন্তুষ্ট হতে লাগ্‌লেন—পদ্মলোচন ততই সায়েবেদের সন্তুষ্ট করবার অবসর খুঁজ্‌তে লাগলেন। একমনে সেবা কল্লে ভয়ঙ্কর সাপও সদয় হয়; পুরাণে পাওয়া যায় যে, তপস্যা করে অনেকে হিন্দুদের ভূতের মত ভয়ানক দেবতাগুলোকেও প্রসন্ন করেচে। ক্রমে সায়েবেরাও পদ্মলোচনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ভাল কর্‌বার চেষ্টায় রইলেন; একদিন হউসের সদরমেট কর্ম্মে জবাব দিলে—সায়েবেরা মুচ্ছুদ্দীকে অনুরোধ করে পদ্মলোচনকে সেই কর্ম্মে ভর্ত্তি কল্লেন।

পদ্মলোচন শিপ্‌সরকার হয়েও বাসাড়েদের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন নি; কিন্তু সদরমেট হয়ে সেখানে থাকা আর ভাল দেখায় না বলেই, অন্যত্র একটু জায়গা ভাড়া করে নিয়ে, একখানি খোলার ঘর প্রস্তুত করে রইলেন। কিন্তু এ অবস্থায় তাঁরে অধিক দিন থাকৃতে হলো না। তাঁর অদৃষ্ট শীঘ্রই লুচির ফোস্‌কার মত ফুলে উঠ্‌লো—বের জল পেলে কনেরা যেমন ফেঁপে ওঠে, তিনিও তেমনি ফাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। ক্রমে মুচ্ছুদ্দীর সঙ্গে সায়েবদের বড় একটা বনিবনাও না হওয়ায়, মুচ্ছুদ্দী কর্ম্ম ছেড়ে দিলেন; সুতরাং সায়েবদের অনুগ্রহধর পদ্মলোচন, বিনা ডিপজিটে মুচ্ছুদ্দী হলেন।

টাকায় সকলই করে! পদ্মলোচন মুচ্ছুদী হবামাত্র অবস্থার পরিবর্ত্তন বুঝ্‌তে পাল্লেন। তার পরদিন সকালে সেই খোলার ঘর বালাখানাকে ভ্যাংচাতে লাগ্‌লো—উমেদার, দালাল, প্যায়দা, গদিওয়ালা ও পাইকেরে ভরে গেল! কেউ পদ্মলোচন বাবুকে নমস্কার করে হাঁটুগেড়ে যোড়হাত করে কথা কয়, কেউ 'আপনার সোণার দোত কলম হোক্,' 'লক্ষপতি হোন' 'সম্বৎসরের মধ্যে পুত্তুর সন্তান হোক' 'অনুগতের হজুর ভিন্ন গতি নাই' প্রভৃতি কথায় পদ্মলোচনকে তুঁহুলে পাঁউরুটি হতেও ফোলাতে লাগলেন—ক্রমে দুরবস্থা হুকুরে লোচ্চার মত মুখে কাপড় দিয়ে লুকুলেন—অভিমান ও অহঙ্কারে ভূষিত হয়ে সৌভাগ্যযুবতী বারাঙ্গনা সেজে তাঁরে আলিঙ্গন কল্লেন; হুজুকদারেরা আজকাল 'পদ্মলোচনকে পায় কে, বলে ঢ্যাঁড়রা পিটে দিলেন; প্রতিধ্বনি রেও বামুন, অগ্রদানী ও গাইয়ে বাজিয়ে সেজে, এই কথাটী সর্ব্বত্র ঘোষণা করে বেড়াতে লাগলেন—সহরে টি টি হয়ে গেল—"পদ্মলোচন একজন মস্ত লোক!"

কল্‌কেতা সহরে কতকগুলি বেকার 'জয়কেতু' আছেন। যখন যার নতুন বোলবোলাও হয়, তখন তাঁরা সেইখানে মেশেন, তাঁকেই জাতের শ্রেষ্ঠ দেখান ও অনন্যমনে তাঁরই উপাসনা করেন; আবার যদি তাঁর চেয়ে কেউ উঁচু হয়ে পড়েন, তবে তাঁরে পরিত্যাগ করে উঁচুর দলে জমেন। আমরা ছেলেব্যালা বুড়ো ঠাকুরমার কাছে 'ছাঁদন দড়ি ও গোদানড়ি'র গল্প শুনেছিলেম; এই মহাপুরুষেরা ঠিক সেই ছাঁদনদড়ি গোদানড়ি। গল্পে আছে, "রাজপুত্তুর জিজ্ঞাসা কল্লেন, ছাঁদনদড়ি গোদা-নড়ি! এখন তুমি কার?"—আমি "যখন যার, তখন তার!" তেমনি হুতোমপ্যাঁচা বলেন, সহরে জয়কেতুরাও যখন যার, তখন তার!

জয়কেতুরা ভদ্রলোকের ছেলে, অনেকে লেখা-পড়াও জানেন; তবে কেউ কেউ মূর্ত্তিমতী মা! এঁদের অধিকাংশই পৌত্তলিক, কুলীন বামুন, কায়স্থ কুলীন, বেকার পেন্‌শনে ও ব্রকোদই বিস্তর! বহুকালের পর পদ্মলোচন বাবু কল্‌কেতা সহরে বাবু বলে বিখ্যাত হন; প্রায় বিশ বৎসর হলো, সহরের 'হঠাৎ বাবুর' উপ-সংহার হয়ে যায়, তন্নিবন্ধন 'জয়কেতু' 'মোসাহেব' 'ওস্তাদজী' 'ভড়জা' ঘোষজা' 'বোসজা, প্রভৃতি বরাখুরেরা জোয়ারের বিষ্ঠার মত ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিলেন, সুতরাং এখন পদ্মলোচনের "তর্পণের কোশায়" জুড়াবার জায়গা পেলেন।

জয়কেতুরা ক্রমে পদ্মলোচনকে ফাঁপিয়ে তুল্লেন, পড়্‌তাও ভাল চল্লো—পদ্মলোচন অ্যাম্বিশনের দাস হলেন, হিতাহিত বিবেচনা দেনদার বাবুদের মত গা-ঢাকা হলেন। পদ্মলোচন প্রকৃত হিন্দুর মুখোস পরে সংসার রঙ্গভূমিতে নাব্‌-লেন;—ব্রাহ্মণের পাদ্ধুলো খান—পা চাটেন—দলাদলির ও হিন্দুধর্ম্মের ঘোঁট করেন—ঠাকরুণ-বিষয় ও সখীসংবাদ গাওনার পক্ষে প্রকৃত ব্লুটিংপেপার; পদ্ম-লোচনের দোর্দণ্ড প্রতাপ! বৈঠকখানায় ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপক ধরে না; মিউটী-নীর সময়ে গবর্ণমেণ্ট যেমন দোচোখোব্রত হয়ে ভলেন্‌টিয়ার জুটিয়েছিলেন, পদ্ম-লোচন, বাবু হয়ে সেইরূপ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সংগ্রহ কত্তে বাকি রাখ্‌লেন না! এশিয়াটিক সোসাইটীর মিউজিয়মের মত বিবিধ আশ্চর্য্য জীব একত্র কল্লেন—বেশীর ভাগ জ্যান্ত!!

বাঙ্গালী বদমায়েস ও দুর্ব্বুদ্ধির হাতে টাকা না থাক্‌লে সংসারের কিছুমাত্র ক্ষতি কত্তে পারে না; বদমায়িসী ও টাকা একত্র হলে, হাতী পর্য্যন্ত মারা পড়ে। সেটী বড় সোজা ব্যাপার নয়, হরকেষ্টো বাঁড়ুয্যে পর্য্যন্ত যাতে মারা যান। পদ্ম-লোচনও পাঁচ জন কু-লোকের পরামর্শে বদমায়িসী আরম্ভ কল্লেন—পৃথিবীর লোকের নিন্দা করা, খোঁটা দেওয়া ও টীটকারী করা তাঁর কাজ হলো; ক্রমে

তাতেই তিনি এমনি চোড়ে উঠ্‌লেন যে, শেষে আপনাকে আপনি অবতার বলে বিবেচনা কত্তে লাগ্‌লেন; পারিষদেরা অবতার বলে তাঁর স্তব কত্তে লাগ্‌লো; বাজে লোকে 'হঠাৎ-অবতার' খেতাব দিলে। দর্শক ভদ্দর লোকেরা এই সকল দেখে শুনে অবাক্ হয়ে—ক্ল্যাপ দিতে লাগ্‌লেন!

পদ্মলোচন যথার্থই মনে মনে ঠাউরেছিলেন যে, তিনি সামান্য মনুষ্য নন; হয় হরি, নয় পীর কিম্বা ইহুদিদের ভাবী মেসায়া!—তারই সফলতা ও সার্থকতার জন্য পদ্মলোচন বুজরুকী পর্য্যন্ত দেখাতে ত্রুটি কল্লেন নাই।

বিলাতী জিজেক্রাইষ্ট এক টুক্‌রো রুটীতে এক শ লোক খাইয়েছিলেন—কাণা ও খোঁড়া ফুঁয়ে ভাল কত্তেন। হিন্দু মতের কেষ্টও পূতনা-বধ, শকট-ভঞ্জন প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য করেছিলেন। পদ্মলোচন আপনারে অবতার বলে মানাবার জন্য, সহরে হুজুক তুলে দিলেন যে, "আমি এক দিন বারো জনের খাবার জিনিসে এক শ লোক খাইয়ে দিলেম।" কাণা-খোঁড়ারা সর্ব্বদাই হাতা-বেড়ীর ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-যুক্ত পদ্মহস্ত পাবার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন, বুড়ী বুড়ী মাগীরা ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে নিয়ে 'হাতবুলানো' পাইয়ে আনে। পদ্মলোচন এইরূপ নানাবিধ বুজরুকী প্রকাশ কত্তে লাগ্‌লেন। এই সকল শুনে চতুষ্পাঠীওয়ালা মহাপুরুষেরা মরকের শকুনির মত নাচ্‌তে লাগ্‌লেন। টাকার এমনি প্রতাপ যে, চন্দ্রকে দেখে রত্নাকর সাগরও কেঁপে ওঠেন—অন্যের কি কথা! ময়রার দোকানে যত রকমারি মাছি, বসন্তি বোল্‌তা আর ভোঁড়ুয়ে ভোম্‌রা দেখা যায়; বইয়ের দোকানে তার কটা থাকে? সেথায় থাকে পদার্থহীন উই পোকারা—আনসাড়ে আরশুলোর দল, আর দু একটা গোডিমওয়ালা কচ্‌কে নেংটী ইঁদুর মাত্র!

হঠাৎ টাকা হলে, মেজাজ যে রকম গরম হয়, এক দম গাঁজাতেও সে রকম হয় না; 'হঠাৎ অবতার' হলেও পদ্মলোচনের আশা নিবৃত্তি হবে, তারও সম্ভাবনা কি? কিছু দিনের মধ্যে পদ্মলোচন কল্‌কেতা সহরের একজন প্রধান হিন্দু হয়ে পড়েন—তিনি হাই তুল্লে হাজার তুড়ি পড়ে—তিনি হাঁচ্‌লে 'জীব জীব জীব!' শব্দে ঘর কেঁপে উঠে! 'ওরে ওরে ওরে!' 'হুজুর' ও 'বো হুকুমের' হল্লা পড়ে গেল, ক্রমে সহরের বড় দলে খবর হলো যে, কল্‌কেতার ন্যাচর‍্যাল হিষ্ট্রীর দলে একটি নম্বরে বাড়্‌লো।

ক্রমে পদ্মলোচন নানা উপায়ে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় কত্তে লাগ্‌লেন, অবস্থার উপযুক্ত একটী নতুন বাড়ী কিনলেন; সহরের বড়মানুষ হলে যে সকল

জিনিসপত্র ও উপাদান আবশ্যক, সভাস্থ আত্মীয় ও মোসাহেবরা ক্রমশঃ সেই সকল জিনিস সংগ্রহ করে ভাণ্ডার ও উদর পূরে ফেল্লেন; বাবু স্বয়ং পছন্দ করে (আপন চক্ষে স্বর্ণ বর্ষে) একটী অবিদ্যাও রাখ্‌লেন।

বেশ্যাবাজীটী আজকাল এ সহরে বাহাদুরীর কাজ ও বড়মানুষের এলবাত পোষাকের মধ্যে গণ্য। অনেক বড়মানুষ বহুকাল হলো মরে গেচেন, কিন্তু তাঁদের রক্ষিতার বাড়ীগুলি আজও মনুমেণ্টের মত তাঁদের স্মরণার্থ রয়েচে—সেই তেতলা কি দোতালা বাড়ীটী ভিন্ন তাঁদের জীবনে আর এমন কিছু কাজ হয় নি, যা দেখে সাধারণে তাঁদের স্মরণ করে। কল্‌কেতার অনেক প্রকৃত হিন্দু দলপতি ও রাজা-রাজড়া রাত্রে নিজ বিবাহিত স্ত্রীর মুখ দেখেন না। কোন কোন বুদ্ধিমান্ স্ত্রীকে বাড়ীর ভিতরের ঘরে পূরে চাবি বন্ধ করে, বাইরের বৈঠকখানায় সারা রাত্রি অবিদ্যা নিয়ে আমোদ করেন, তোপ পড়ে গেল ফর্‌সা হবার পূর্ব্বে গাড়ী বা পাল্কী করে বিবি-সাহেব বিদায় হন। বাবু তখন বাড়ীর ভিতরে গিয়ে শয়ন করেন। স্ত্রীও চাবি হতে পরিত্রাণ পান। ছোক্‌রাগোছের কোন কোন বাবু বাপ-মার ভয়ে আপনার শোবার ঘরে স্ত্রীকে একাকিনী ফেলে চলিয়া যান; মধ্য রাত্রি কেটে গেলে বাবু আমোদ লুটে ফেরেন ও বাড়ীতে এসে চুপি চুপি শোবার ঘরের দরজায় ঘা মারেন; দরজা খোলা পাইলে বাবু শয়ন করেন। বাড়ীর আর কেউই টের পায় না যে, বাবু রাত্রে ঘরে থাকেন না। পাঠকগণ! যারা ছেলে বেলা থেকে "ধর্ম্ম যে কার নাম তা শোনে নি, হিতাহিত বিবেচনার সঙ্গে যাদের সুদূর সম্পর্ক, কতকগুলি হতভাগা মোসাহেবই যাদের হাল" তারা যে এই রকম পশুবৎ কদাচারে রত থাক্‌বে, এ বড় আশ্চর্য্য নয়! কল্‌কেতা সহর এই মহাপুরুষদের জন্য বেশ্যাসহর হয়ে পড়েচে; এমন পাড়া নাই, যেখানে অন্তত দশ ঘর বেশ্যা নাই; হেথায় প্রতি বৎসর বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্চে বই কম্‌চে না। এমন কি একজন বড়মানুষের বাড়ীর পাশে একটী গৃহস্থের সুন্দরী বউ কি মেয়ে নিয়ে বাস কর্‌বার যো নাই; তা হলে দশদিনেই সেই সুন্দরী টাকা ও সুখের লোভে কুলে জলাঞ্জলি দেবে—যত দিন সুন্দরী বাবুর মনস্কামনা পূর্ণ না কর্‌বে, তত দিন দেখ্‌তে পাবেন, বাবু অষ্ট প্রহর বাড়ির ছাদের উপর কি বারাণ্ডাতেই আছেন, কখন হাসচেন, কখন টাকার তোড়া নিয়ে ইসারা করে দেখাচ্চেন। এ ভিন্ন মোসাহেবদেরও নিস্তার নাই; তাঁরা যত দিন তাঁরে বাবুর কাছে না আন্‌তে পার্‌বেন, তত দিন মহাদায়গ্রস্ত হয়ে থাক্‌তে হবে, হয় ত সে কালের নবাবদের মত "জান বাচ্চা এক গাড়" হবার হুকুম হয়েচে! ক্রমে কলে কৌশলে সেই সাধ্বী স্ত্রী বা কুমারীর ধর্ম্ম নষ্ট করে শেষে তাড়িয়ে দেওয়া

হবে—তখন বাজারে কশর করাই তার অনন্যগতি হয়ে পড়্‌বে! শুধু এই নয়, সহরের বড়মানুষেরা অনেকে এমনি লম্পট যে, স্ত্রী ও রক্ষিত মেয়েমানুষ-ভোগেও সন্তুষ্ট নন, তাতেও সেই নরাধম রাক্ষসদের কামক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না—শেষে আত্মীয় যুবতীরাও তাঁর ভোগে লাগে। এতে কত সতী আত্মহত্যা করে, বিষ খেয়ে এই মহাপাপীদের হাত এড়িয়েচে। আমরা বেশ জানি, অনেক বড়মানুষের বাড়ী মাসে একটী করে ভ্রূণহত্যা হয় ও রক্তকম্বলের শিকড়, চিতের ডাল ও করবীর ছালের গুন তেলের মত উঠ্‌নো বরাদ্দো আছে! যেখানে হিন্দুধর্ম্মের অধিক ভড়ং, যেখানে দলাদলির অধিক ঘোঁট ও ভদ্রলোকের অধিক কুৎসা, প্রায় সেখানেই ভিতরবাগে উদোম এলো, কিন্তু বাইরে পাদে গেরো!

হায়! যাদের জন্মগ্রহণে বঙ্গভূমির দুরবস্থা দূর হবার প্রত্যাশা করা যায়, যারা প্রভূত ধনের অধিপতি হয়ে স্বজাতি সমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের জন্য কায়মনে যত্ন নেবে, সেই মহাপুরুষেরাই সমস্ত ভয়ানক দোষ ও মহাপাপের আকর হয়ে বসে রইলেন; এর বাড়া আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে? আজ এক শ বৎসর অতীত হলো, ইংরেজেরা এ দেশে এসেচেন, কিন্তু আমাদের অবস্থায় কি পরিবর্ত্তন হয়েছে? সেই নবাবী আমলের বড়মান্‌ষী কেতা, সেই পাকানো কাচা, সেই কোঁচান চাদর, লপেটা জুতো ও বাব্‌রী চুল আজও দেখা যাচ্চে; বরং গৃহস্থ মধ্যস্থ লোকের মধ্যে পরিবর্ত্তন দেখা যায়, কিন্তু আমাদের হজুরেরা যেমন, তেমনই রয়েচেন! আমাদের ভরসা ছিল, কেউ হঠাৎ বড়মানুষ হলে রিফাইণ্ড গোছের বড়মান্‌ষীর নজীর হবে, কিন্তু পদ্মলোচনের দৃষ্টান্তে আমাদের সে আশা সমূলে নির্ম্মূল হয়ে গেল। পদ্মলোচন আবার কফিনচোরের বেটা ম্যাক্‌মারা হয়ে পড়্‌লেন, কফিন চোর মরা লোকের কাপড়-চোপড় চুরি কত্তো মাত্র। অবিদ্যা রেখে অবধি পদ্মলোচন স্ত্রীর সহবাস পরিত্যাগ কল্লেন। পূর্ব্বেই পদ্মলোচনের গুটী চার ছেলে হয়েছিল; ক্রমে জ্যেষ্ঠটী বড় হয়ে উঠ্‌লো, সুতরাং তাঁর বিবাহে বিলক্ষণ ধুমধাম হবার পরামর্শ হতে লাগ্‌লো!

ক্রমে বড়বাবুর বিয়ের উজ্জুগ হতে লাগ্‌লো; ঘটক ও ঘটকীরা বাড়ী বাড়ী মেয়ে দেখে বেড়াতে লাগ্‌লেন। "কুলীনের মেয়ে, দেখ্‌তে পরমা সুন্দরী হবে, দশ টাকা যোত্তর থাক্‌বে" এমনটী শীগ্‌গির জুটে ওঠা সোজা কথা নয়; শেষে অনেক বাছা-গোছা ও দেখা-শোনার পর সহরের অগ্‌ড়োম ভোঁম সিঙ্গির লেনের আত্মারাম মিত্তিরের পৌত্ত্রীরই ফুল ফুটলো! আত্মারাম বাবু খাস হিন্দু, কাপ্তেনীর কর্ম্মে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় করেছিলেন, আত্মারাম বাবুর সংসারও রাবণের

সংসার বল্লে হয়—সাত সাতটী রোজগেরে বেটা, পরীর মত পাঁচ মেয়ে, আর মোটে গুটী চল্লিশ পৌত্ত্র পৌত্তুরী ; এ সওয়ায় ভাগ্নে, জামাই, কুটুম্ব-সাক্ষাৎ বাড়ীতে গিজ্ গিজ্ করে ; সুতরাং সর্ব্বগুণাক্রান্ত আত্মারাম পদ্মলোচনের বেয়াই হবার উপযুক্ত স্থির হলেন। শুভ লগ্নে মহা আড়ম্বর করে লগ্নপত্রে বিবাহের দিন স্থির হলো ; দলস্থ ব্রাহ্মণেরা মর্য্যাদামত পত্রের বিদেয় পেলেন, রাজভাট ও ঘটকেরা ধন্যবাদ দিতে দিতে চল্লো ; বিয়ের ভারী ধূম ! সহরে হুজুক উঠ্লো, পদ্মলোচন বাবুর ছেলের বিয়েয় পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ—গোপাল মল্লিক ছেলের বিয়েতে খরচ করেছিলেন বটে, কিন্তু এতো নয় !

দিন আস্‌চে ; দেখ্‌তে দেখ্‌তেই এসে পড়ে। ক্রমে বিবাহের দিন ঘুনিয়ে এলো—ক্রিয়েবাড়ীতে নহবৎ বসে গেল। অধ্যক্ষ ভট্টাচার্য্য ও দলস্থদের ঘোঁট বাদান সুরু হলো—ত্রিশ হাজার জোড়া শাল, 'সোণার লোহা' ও ঢাকাই সাড়ী দু লক্ষ সামাজিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদলে বিতরণ হলো ; বড়মানুষদের বাড়ীতেও শাল ও সোণাওয়ালা লোহা, ঢাকাই কাপড়, গেঁদরা কন্দক, গোলাব ও আতর, এক এক জোড়া শাল সওগাদ পাঠান হলো। কেউ কেউ আদর করে গ্রহণ কল্লেন, কেউ কেউ বলে পাঠালেন যে, আমরা ঢুলী বা বাজন্দরে নই যে, শাল নেবো ! কিন্তু পদ্মলোচন হঠাৎ অবতার হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের মত আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন, সুতরাং সে কথা গ্রাহ্য কল্লেন না ! পারিষদ, মোসাহেব ও বিবাহের অধ্যক্ষেরা বলে উঠ্লেন—বেটার অদৃষ্টে নাই !

এদিকে বিয়ের বাইনাচ আরম্ভ হলো, কোথাও রূপোর বালা, লাল কাপড়ের তক্‌মাধরা ও উর্দ্দী-পরা চাকরেরা ঘুরে বেড়াচ্চে, কোথাও অধ্যক্ষেরা গড়ের বাজনা আন্‌বার পরামর্শ কচ্চেন—কোথাও বরের সজ্জা তইরির জন্য দর্জ্জিরা একমনে কাজ কচ্চে,—চারিদিকেই হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ। বাবুর দেওয়া শালে সহরের রাস্তার অর্দ্ধেক লোকেই লালে লাল হয়ে গেল। ঢুলী ও বাজন্দরেরা তো অনেকের বিয়েতেই পুরাণ শাল পেয়ে থাকে, কিন্তু পদ্মলোচনের ছেলের বিয়েয় ভদ্দর লোকও শাল পেয়ে লাল হয়ে গেলেন !

১২ই পৌষ শনিবার বিবাহের লগ্ন স্থির হয়েছিল। আজ ১২ই পৌষ ; আজ বিবাহ। আমরা পূর্ব্বেই বলেচি যে, সহরে ঢি ঢি হয়ে গিয়েছিল, "পদ্মলোচনের ছেলের বিয়েয় পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ।" সুতরাং বিবাহের দিন বৈকাল হতে রাস্তায় ভয়ানক লোকারণ্য হতে লাগ্‌লো, পাহারাওয়ালারা অতি কষ্টে গাড়ী-ঘোড়া চল্‌বার পথ করে দিতে লাগ্‌লো। ক্রমে সন্ধ্যার সময়ে বর বেরুলো ;—

প্রথমে কাগজের ও অভ্রের হাতঝাড়, পাঁপ্পা ও সিঁড়ি ঝাড় রাস্তার দু পাশে চল্লো, ঐ রেশালার আগে আগে দুটী চলতি নবত ছিল; তার পেছনে গেট—দালান ও কাগজের পাহাড়—পাহাড়ের উপর হর-পার্ব্বতী, নন্দী, ষাঁড়, ভৃঙ্গী, সাপ ও নানা রকম গাছ—তার পেছনে ঘোড়াপঙ্খী, হাতিপঙ্খী, উটপঙ্খী, ময়ূরপঙ্খীগুলির ওপরে বারোজন করে দাঁড়ি, মেয়ে ও পুরুষ, সওদাগর ও দুটী করে ঢোল। তার আশে পাশে তক্তানামার উপর 'মগের নাচ' 'ফিরিঙ্গির নাচ' নানাপ্রকার সাজা ও সং। তার পশ্চাৎ এক শ ঢোল, চল্লিশটী জগঝম্প ও গুটী যাইটেক্ ঢাক্ মায় রোষোনচৌকী—শানাই, ভোড়ং ও ভেঁপু—তার কিছু অন্তরে এক দল নিমখাসা রকমের চুণোগলীর ইংরেজী বাজ্না। মধ্যে বাবুর মোসাহেব, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পারিষদ, আত্মীয় ও কুটুম্ব। সকলেরই এক রকম শাল, মাথায় রুমাল জড়ান, হাতে এক একগাছি ইষ্টিক; হঠাৎ বোধ হয় যেন এক কোম্পানী রিজার্ভড সেপাই! এই দলের দুই ধারে লাল বনাতের থাসগেলাশ ও রূপোর ডাণ্ডিতে রেসমের নিসেন-ধরা-তক্মা-পরা মুটে ও ক্ষুদে ক্ষুদে ছোঁড়ারা। মধ্যে খোদ বরকর্ত্তা, গুরু-পুরোহিত, বাছালো বাছালো ভুঁড়ে ভুঁড়ে ভট্চায্যি ও আত্মীয় অন্তরঙ্গ; এর পেছনে রাঙ্গামুখো ইংরেজী বাজ্না, সাজা সায়েব-তুরুক-সওয়ার, বরের ইয়ারবক্স, খাস দরয়ানেরা, হেড খান্সামা। রূপোর সুখাসনখানির চারদিকে মায় বাতি বেললণ্ঠন টাঙ্গান, সাম্নে রূপোর দশডেলে বসান ঝাড়, দুই পাশে চামর-ধরা দুটো ছোঁড়া। শেষে বরের তোরঙ্গ প্যাঁটরা, বাড়ীর পরামাণিক, সোনার দানা গলায় বুড়ী বুড়ী গুটীকত দাসী ও বাজে লোক; তার পেছনে বরযাত্রীর গাড়ীর সার— প্রায় সকলগুলির উপর এক এক চাকর ডবলবাতিদেওয়া হাত-লণ্ঠন ধরে বসে যাচ্ছে।

ব্যাণ্ড, ঢাক, ঢোল ও নাগরার শব্দে, লোকের রল্লা ও অধ্যক্ষদের মিচিলের চীৎকারে কল্কেতা কাঁপতে লাগ্লো; অপর পাড়ার লোকেরা তাড়াতাড়ি ছাতে উঠে মনে কল্লে, ওদিকে ভয়ানক আগুন লেগে থাকবে। রাস্তার দুধারি বাড়ীর জানালা ও বারাণ্ডা লোকে পূরে গেল। বেশ্যারা "আহা দিব্বি ছেলেটী যেন চাঁদ!" বলে প্রশংসা কত্তে লাগ্লো। হুতোমপ্যাঁচা অন্তরীক্ষে থেকে নক্সা নিতে লাগ্লেন। ক্রমে বর কনের বাড়ী পৌঁছিল। কন্যাকর্ত্তারা আদর-সম্ভাষণ করে বরযাত্তোরদের অভ্যর্থনা কল্লেন—পাড়ার মৌতাতি বুড়ো ও বওয়াটে ছোঁড়ারা গ্রামভাটির জন্য বরকর্ত্তাকে ঘিরে দাঁড়ালো—বর সভায় গিয়ে বস্লেন, ভাটেরা ছড়া পড়্তে লাগ্লো, মেয়েরা বারাণ্ডা থেকে উঁকী মাত্তে লাগ্লো, ঘটকেরা

মিত্তির বাবু ও দত্ত বাবুর কুলজী আউড়ে দিলে ; মিত্তির বাবু কুলীন, সুতরাং বল্লালী রেজেষ্টরীতে তাঁর বংশাবলী রেজেষ্টরী হয়ে আছে ; কেবল দত্ত বাবুর বংশাবলীটী বানিয়ে নিতে হয় !

ক্রমে বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীরা সাপ্টা জলপান করে বিদেয় হলেন। বর স্ত্রী-আচারের জন্য বাড়ীর ভিতর গেলেন। ছাঁদনাতলায় চারিটী কলাগাছের মধ্যে আল্পনা দিয়ে একটী পিঁড়ে রাখা হয়েছিল, বর চোরের মত হয়ে সেইখানে দাঁড়ালেন, মেয়েরা দাঁড়া-গুয়া পান, বরণডালা, মঙ্গলের ভাঁড়ওয়ালা কুলো ও পিদ্দিম দিয়ে বরণ কল্লেন, শাঁখবাজানো ও উলু উলুর চোটে বাড়ী সরগরম হয়ে উঠ্‌লো ; ক্রমে মায় শাশুড়ী এয়োরা সাতবার বরকে প্রদক্ষিণ কল্লেন—শাশুড়ী বরের হাতে মাকু দিয়ে বল্লেন, "হাতে দিলাম মাকু একবার ভ্যা করত বাপু !' বর কলেজ-বয়, আড়চোখে এয়োদের পানে তাকাচ্ছিলেন ও মনে মনে লঙ্কাভাগ কচ্ছিলেন ; সুতরাং মনে মনে"কল্লেম" বল্লেন—শালাজেরা কাণ মলে দিলে, শালীরা গালে ঠোনা মাল্লে ; শেষে গুড়-চাল তুক-তাক্ ও অষুদ-বিষুদ ফুরুলে, উচ্ছুগ্‌গু করবার জন্য কনেকে দালানে নিয়ে যাওয়া হলো। শাস্ত্রমত মন্ত্র পড়ে কনে উচ্ছুগ্‌গু হলেন ; পুরুত ও ভট্টাচার্য্যেরা সন্দেশের সরা নিয়ে সল্লেন। বরকে বাসরে নে যাওয়া হলো। বাসরটীতে আমোদের চূড়ান্ত হয়। আমরা তো অ্যাতো বুড়ো হয়েচি, তবু এখনও বাসরের আমোদটী মনে পড়্‌লে, মুখ দে লাল পড়ে ও আবার বিয়ে কত্তে ইচ্ছে হয়।

ক্রমে বাসরের আমোদের সঙ্গেই কুমুদনাথ অস্ত গেলেন। কমলিনীর হৃদয়-রঞ্জন প্রকৃত তেজীয়ান্ হয়েও যেন তাঁর মানভঞ্জনের জন্যই কোমলভাব ধারণ করে উদয় হলেন। কমলিনী নাথের তাদৃশ দুর্দ্দশা দেখেই যেন সরোবরের মধ্যে হাস্‌তে লাগ্‌লেন। পাখীরা "ছি ছি ! কামোন্মত্তদের কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান থাকে না" বলে, চেঁচিয়ে উঠ্‌লো ! বায়ু মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌তে লাগ্‌লেন—দেখে ক্রোধে সূর্য্যদেব নিজ মূর্ত্তি ধারণ কল্লেন'; তাই দেখে পাখীরা ভয়ে দূরদূরান্তরে পালিয়ে গেল। বিয়েবাড়ীতে বাসি বিয়ের উজ্জুগ হতে লাগ্‌লো। হলুদ ও তেল মাখিয়ে বরকে কলাতলায় কনের সঙ্গে নাওয়ান হলো, বরণডালায় বরণ ও কতক কতক তুক্‌তাকের পর, বর-কনের গাটছাঁড়া কিছু ক্ষণের পর খুলে দেওয়া হলো।

এ দিকে ক্রমে বরযাত্রী ও বরের আত্মীয়-কুটুম্বরা জুট্‌তে লাগ্‌লেন। বৈকালে পুনরায় সেই রকম মহাসমারোহে বর-কনেকে বাড়ী নে যাওয়া হলো। বরের মা বর-কনেকে বরণ করে ঘরে নিলেন। এক কড়া দুধ দরজার কাছে আগুনের ওপর

বসান ছিল, কোনেকে সেই দুধের কড়াটী দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো "মা ! কি দেখ্‌চো ? বল যে আমার সংসার উৎলে পড়্‌চে দেখ্‌ছি।" কনেও মনে মনে তাই বল্লেন। এ সওয়ায় পাঁচ গিন্নীতে নানা রকম তুক্‌তাক্‌ কল্লে পর বর-কনে জিরুতে পেলেন; বিয়েবাড়ীর কথঞ্চিৎ গোল চুক্‌লো—ঢুলীরা ধেনো মদ খেয়ে আমোদ কত্তে লাগ্‌লো। অধ্যক্ষেরা প্রলয় হিন্দু; সুতরাং একটা একটা আগাতোলা দুর্গোমণ্ডা ও এক ঘটী গঙ্গাজল খেয়ে বিছানায় আড় হলেন—বর-কোনে আলাদা আলাদা শুলেন—আজ একত্রে শুতে নাই, বে-বাড়ীর বড়গিন্নীর মতে আজকের রাত—কালরাত্রি।

শীতকালের রাত্রি শিগ্‌গীর যায় না। এক্‌ ঘুম, দু ঘুম, আবার প্রস্রাব করে শুলেও বিলক্ষণ এক ঘুম হয়। ক্রমে গুড়ুম করে তোপ পড়ে গেলা—প্রাতঃস্নানের মেয়েগুলো বক্‌তে বক্‌তে রাস্তা মাথায় করে যাচ্চে—বুড়ো বুড়ো ভট্‌চায্যিরা স্নান করে "মহিম্নঃ পারন্তে" বলে মহিম্নস্তব আওড়াতে আওড়াতে চলেচেন। এ'দকে পদ্মলোচন অবিদ্যার বাড়ী হতে বাড়ী এলেন; আজ তাঁর নানা কাজ! পদ্মলোচন প্রত্যহ সাত আট্টার সময় বেশ্যালয় থেকে উঠে আসেন, কিন্তু আজ কিছু সকালে আস্‌তে হয়েছিল। সহরের অনেক প্রকৃত হিন্দু বুড়ো বুড়ো দলপতির এক একটী জলপাত্র আছে, এ কথা আমর পূর্ব্বেই বলেচি; এঁদের মধ্যে কেউ রাত্রি দশটার পর শ্রীমন্দিরে যান, একেবারে সকাল বেলা প্রাতঃস্নান করে টিপ, তেলক ও ছাপা কেটে গীতগোবিন্দ ও তসর পরে, হরিনাম কত্তে কত্তে বাড়ি ফেরেন। হঠাৎ লোকে মনে কত্তে পারে, শ্রীযুত গঙ্গাস্নান করে এলেন। কেউ কেউ বাড়িতেই প্রিয়তমাকে আনান; সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হলে ভোরের সময় বিদেয় দিয়ে স্নান করে পূজো কত্তে বসেন। যেন রাত্তিরের তিনি নন। পদ্মলোচনও সেই চাল ধরেছিলেন।

ক্রমে আত্মীয়-কুটুম্বেরাও এসে জম্‌লেন; মোসাহেবেরা "হজুর! কল্‌কেতায় এমন বিয়ে হয় নি হবে না" বলে বাবুর ল্যাজ ফোলাতে লাগ্‌লেন। ক্রমে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ফুলশয্যার তত্ত্ব এলো, পদ্মলোচন মহাসমাদরে কনের বাড়ীর চাকর-চাক্‌রাণীদের মহা অভ্যর্থনা কল্লেন, প্রত্যেককে একটি করে টাকা ও একখানি করে কাপড় বিদেয় দিলেন। দলস্থ ও আত্মীয়েরা কিছু কিছু করে অংশ পেলেন। ঢাকী, ঢুলী ও রেশালার লোকেরা বক্সিস পেয়ে, বিদেয় হলো; কোন কোন বাড়ীর গিন্নীরা সামগ্রী পেয়ে হাঁড়ি পূরে পূরে শিকেয় টাঙ্গিয়ে রাখ্‌-লেন; অধিক অংশ পচে গেল—কতক বেরালে ও ইঁদুরে খেয়ে গেল। তবু